NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ধর্মীয় শৃঙ্খলা ও সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্নে সরব হলেন শুভেন্দু অধিকারী

সপ্তাহান্তে বৃষ্টির ইঙ্গিত, সতর্কবার্তা আবহাওয়া দপ্তরের ৩

কলকাতা ৫ মার্চ ২০২৬ ২০ ফাল্গুন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২৬২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.03.2026, Vol.19, Issue No. 262, 8 Pages, Price 3.00

ভারতে পৌঁছল মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আঁচ

শ্রীলঙ্কা উপকূলে ডুবল ইরানের যুদ্ধজাহাজ

কলম্বো, ৪ মার্চ: ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যুদ্ধের আঁচ কি এবার পৌঁছে গেল ভারতের দোরগোড়ায়! ভারত থেকে ইরানে ফিরে যাওয়ার পথে শ্রীলঙ্কার গল উপকূলে ডুবে গেল ইরানের একটি যুদ্ধজাহাজ। একশো জনের বেশি নাবিক নিখোঁজ। অনেকে আহত হয়েছেন। যুদ্ধজাহাজ থেকে ৩০ ইরানিকে উদ্ধার করেছে শ্রীলঙ্কা নৌসেনা।

শ্রীলঙ্কার উপকূলে ইরানের যুদ্ধজাহাজে হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনীই। এ বার তা নিজেরাই স্বীকার করে নিল আমেরিকা। পেন্টাগন থেকে সাংবাদিক বৈঠক থেকে মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব পিট হেগসেথ জানান, আমেরিকার টর্পেডোতেই ডুবেছে ইরানের যুদ্ধজাহাজ। তিনি বলেন, 'ওরা ভেবেছিল আন্তর্জাতিক জলসীমায় ওরা নিরাপদ থাকবে। কিন্তু টর্পেডো দিয়ে ওদের ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউয়ে যোগ দিতে ফেব্রুয়ারিতে ভারতের বন্দর শহর বিশাখাপত্তনমে এসেছিল ইরানের এই যুদ্ধজাহাজ 'ডেনা'। একাধিক দেশের যুদ্ধজাহাজ এতে অংশ নিয়েছিল। আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউয়ের পর ইরানে ফিরে যাচ্ছিল যুদ্ধজাহাজটি। এদিন শ্রীলঙ্কার স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে ৫টার সময় যুদ্ধজাহাজটি গল উপকূল থেকে ৪০ নটিক্যাল মাইল দূরে ছিল। তখনই শ্রীলঙ্কার নৌসেনা ইরানের যুদ্ধজাহাজ থেকে একটা বার্তা পায়। তৎক্ষণাৎ উদ্ধারকাজে নামে শ্রীলঙ্কার নৌসেনা ও বায়ুসেনা।

শ্রীলঙ্কার এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, 'আমাদের ধারণা ওই যুদ্ধজাহাজটিতে ১৮০ জনের মতো ছিলেন।' এখনও পর্যন্ত ওই যুদ্ধজাহাজ থেকে ৩০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। আহতদের গলের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতদের আঘাত দেখে উদ্ধারকারীদের ধারণা, কোনও হামলার জেরে এই আঘাত পেয়েছেন নাবিকরা।

কীভাবে ইরানের যুদ্ধজাহাজটি ডুবল, তা নিয়ে শ্রীলঙ্কার প্রশাসনের তরফে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। আমেরিকার সাবমেরিনের হামলায় যুদ্ধজাহাজটি ডুবল কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। তবে ভারত মহাসাগরে যে আমেরিকার সাবমেরিন রুটিন পেট্রলিং করে, তা স্বীকার করেছেন শ্রীলঙ্কার আর এক আধিকারিক।

অন্যদিকে, পঞ্চম দিনেও অব্যাহত ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধপরিস্থিতি। ইরানের বুশেহর বিমানবন্দরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইজরায়েলের! গোটা বিমানবন্দর তছনছ করার পাশাপাশি ইজরায়েলের হামলায় ধ্বংস হয়েছে সেখানে থাকা যাত্রীবাহী বিমান। যদিও এই হামলায় কত জনের মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। শুধু বুশেহর নয়, আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার শিকার হয়েছে ইরানের মেহরাবাদ বিমানবন্দরও। সেই হামলার ভিডিও সামনে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে আকাশ।

যুদ্ধবিমানের কান ফাটানো আওয়াজ, ড্রোন আর মিসাইল থেকে ঠিকরে আসা আগুনের ঝলকানি, সঙ্গে মুহুর্মুহু সাইরেন, পশ্চিম এশিয়ার আকাশজুড়ে শুধুই যুদ্ধের গর্জন। শনিবার থেকে শুরু হওয়া সামরিক সংঘাত মেটার কোনও লক্ষণ তো নেইই, উল্টে পঞ্চম দিনেও তা পুরোদস্তুর জারি রয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেমন ইরানের শেষ দেখে ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তেমনই, তেহরানের তরফেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আক্রমণ বন্ধ না হলে, হামলার রাস্তা থেকে সরবে না তারাও। এই আবহে ইরানের স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, তেহরানে নতুন করে একাধিক জায়গায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। ইজরায়েলি সেনা সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ইরানের বিভিন্ন লঞ্চ সাইট বা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোকে টার্গেট করে আরও জোরাল এয়ার স্ট্রাইক চালানো হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার ইরানে ভয়ংকর হামলা চালায় আমেরিকা ও ইজরায়েল। দেশটির সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা খামেনেইয়ের দপ্তরে হামলা চালানো হয়। এই হামলায় মৃত্যু হয় খামেনেইয়ের।

যুদ্ধের ধাক্কায় সর্বকালীন পতন টাকায়

এক ডলারের দাম ৯২ টাকা

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: আরও পড়ল টাকার দাম। বুধবার ডলারের সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়মূল্য ৯২ টাকা ছাপিয়ে গিয়েছে। বুধবার সকালে বাজার খোলার সময়ে এক লাফে ৬৯ পয়সা বেড়ে ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকার বিনিময়মূল্য দাঁড়ায় ৯২.১৮ টাকা। সাম্প্রতিক অতীতে ডলারের তুলনায় টাকার দামে এতটা পতন দেখা যায়নি।

টাকার দামে ধারাবাহিক পতন চলছিল। কখনও ২৪ পয়সা, কখনও ১৭ পয়সা, কোনও কোনও দিন ৫, ৬ বা ৭ পয়সা করে বাড়ছিল বিনিময়মূল্য। পশ্চিম এশিয়ায় সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরির আগে থেকেই ভারতীয় মুদ্রায় এই পতনের ধারা চলছিল। আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ পরিস্থিতি সেই পতনে আরও জোরালো ধাক্কা দিয়েছে বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞেরা।

সোমবারও বাজার বন্ধের সময়ে ডলারের তুলনায় টাকার বিনিময়মূল্য ছিল ৯১.৪৯ টাকা। ওই দিনও ডলারের তুলনায় টাকার দাম ধসেছিল ৪১ পয়সা। মঙ্গলবার বাজার বন্ধ ছিল। তার পরে বুধবার বাজার খুলতেই এক ধাক্কায় ফের ধস নামল টাকার দামে। বস্তুত, গত শনিবার থেকে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। তার পরে রবিবার বাজার বন্ধ ছিল। সোমবার বাজার খুলতেই ২৪ পয়সা পতন হয়েছিল ভারতীয় মুদ্রার দরে। বাজার বন্ধ হওয়ার সময়ে ধস আরও বাড়ে।

সাম্প্রতিক অতীতে ভারতীয় মুদ্রার দামে এতটা পতন দেখা যায়নি। গত জানুয়ারিতে ডলার-টাকার বিনিময়মূল্য সবচেয়ে খারাপ পতন হয়েছিল (বিনিময়মূল্য ৯১.৯৮ টাকা)। সে দিক থেকে বুধবারের পতনই সর্বকালীন নজির বলে ব্যাখ্যা করছেন বিশেষজ্ঞেরা।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণেই এই ধাক্কা খেয়েছে ভারতীয় মুদ্রার দাম। আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়ে গিয়েছে।

রক্তাক্ত শেয়ারবাজার

■ পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে ফের রক্তাক্ত শেয়ারবাজার। বুধবার দালাল স্ট্রিট খুলতেই মাথায় হাত বিনিয়োগকারীদের। ৯ মাস পর ৭৯ হাজার পয়েন্টের নীচে সেনসেক্স। নিফটিও অনেকটা পড়ে গিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের জেরে শেয়ারবাজার যে বড় ধাক্কা খেতে চলেছে, সেই আশঙ্কা আগের থেকেই ছিল। সোমবার থেকেই বাজার পড়তে শুরু করে। দোল বা হোলির জন্য মঙ্গলবার বাজার বন্ধ ছিল। বুধবার বাজার খুলতেই হুড়মুড়িয়ে পড়ে যায় সেনসেক্স। নিফটির সূচকেও বড় ধস। বুধবার শেয়ার বাজার খুলতেই দেড় হাজার পয়েন্ট পড়ে যায় সেনসেক্স। এদিন ৭৮ হাজার ৫৯৪ পয়েন্ট পৌঁছয় সেনসেক্স।

খামেনেইয়ের উত্তরসূরিকে হত্যার হুমকি ইজরায়েলের

জেরুজালেম, ৪ মার্চ: নিহত আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের পদে যিনিই বসবেন, তাঁকেই হত্যা করা হবে। ইরানে নতুন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার নাম নিয়ে নানা জল্পনার মাঝে এই ভাষাতেই হুমকি দিল ইজরায়েল। বুধবার ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাট্জ সমাজমাধ্যমের পোস্টে লেখেন, 'ইরানের সন্ত্রাসবাদী জমানা নেতা হিসাবে যাঁকেই সর্বোচ্চ পদে বসাবে, তাঁকে ইজরায়েল খতম করবে।'

ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতার পদে যিনিই বসবেন, তিনিই ইজরায়েল এবং আমেরিকার পক্ষে বিপজ্জনক। তাঁর নেতৃত্বে ইরানের সাধারণ মানুষের উপর দমনপীড়নও চলবে। এই বিষয়টি নজরে রেখে ইজরায়েল স্থির করেছে, ইরানের কোনও সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতাই তারা টিকতে দেবে না। কাট্জ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী এবং আমি ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলেছি। তাই সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে।' একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'আমেরিকার সঙ্গীদের সহায়তায় আমরা পূর্ণ উদ্যমে অভিযান চালিয়ে যাব এবং ওই (ইরান) জমানাকে ধ্বংস করব।'

কেবল চিনা তেলবাহী জাহাজকে ছাড়!

তেহরান, ৪ মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যের কূটনীতিতে বড়সড় ধাক্কা খেল ভারত। গত শনিবার থেকে চলা যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে ইরান। তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, ওই এলাকা দিয়ে জাহাজ চলাচল করলেই সেটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তে খানিকটা বদল আনল তেহরান। সূত্রের খবর, হরমুজ প্রণালী দিয়ে কেবল চিনা জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেবে ইরান। অর্থাৎ ভারতমুখী বা ভারতের পতাকাবাহী জাহাজকেও তেহরান এখন 'শত্রু'র চোখে দেখবে।

ইরানের উপর আমেরিকা এবং ইজরায়েল লাগাতার হামলা চালিয়ে গেলেও মুখ বন্ধ রেখেছে ভারত। 'বন্ধু' হয়েও ইরানে হামলার নিন্দা বা প্রতিবাদ করেনি নয়াদিল্লি। অন্যদিকে, আয়াতোল্লা খামেনেইয়ের মৃত্যুর পরই মার্কিন-ইজরায়েলি হামলার নিন্দায় সরব হয়েছে চিন। রবিবার মার্কিন হামলায় খামেনেইয়ের মৃত্যুর পরই রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভকে ফোন করেন চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই। ফোনের ওই কথোপকথনে খামেনেই হত্যার তীব্র প্রতিবাদ করেছে বেজিং, এমনটাই সূত্রের খবর।

মধ্যমগ্রামে অগ্নিকাণ্ডে মৃত ১, আহত ২

মধ্যমগ্রাম, ৪ মার্চ: মধ্যমগ্রাম রেলস্টেশনের কাছে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানি। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু তার পর এক ব্যক্তির দেহ পাওয়া যায়। মৃত ব্যক্তির নাম দিলীপ শীল। ঘটনায় আহত ৩। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি খাবারের দোকানের কর্মচারী ছিলেন। ঘটনায় চারটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১৫ টির মত দোকান।

স্থানীয় সূত্রে খবর, উত্তর ২৪ পরগনার অন্যতম ব্যস্ত রেলস্টেশন এলাকায় বুধবার দুপুরে আগুন লাগে। একটি দোকানে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে অগ্নিকাণ্ড হয়। স্টেশন সংলগ্ন এলাকা কেঁপে ওঠে বিকট শব্দে। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের অদূরে বিস্ফোরণে কিছু ক্ষণের মধ্যেই একের পর এক দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। স্টেশন চত্বরে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়।

৮ মার্চ শহরে জ্ঞানেশ কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোট ঘিরে জল্পনা চরমে। দিন ঘোষণার আগেই প্রশাসনিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছেন জ্ঞানেশ কুমার। ৮ মার্চ তিনি পৌঁছবেন কলকাতায়। সঙ্গে থাকবেন ভারতের নির্বাচন কমিশন-এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিদল।

নির্বাচন ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ ও ১০ মার্চ টানা বৈঠকের সূচি ঠিক করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন, পুলিশকর্তা ও পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা, বাহিনী মোতায়েন, স্পর্শকাতর বুথ চিহ্নিতকরণ এবং ভোটকর্মী প্রশিক্ষণ, সবই খুঁটিয়ে দেখা হবে।

রাজ্যসভায় রাহুল সিন্‌হা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা থেকে রাজ্যসভার লড়াইয়ে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা পার্টি। দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ থেকে উচ্চকক্ষে পাঠানো হচ্ছে প্রবীণ নেতা রাহুল সিন্‌হা-কে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই ঘোষণার পর রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের জল্পনা শুরু হয়েছে।

রাজ্যে এ বার পাঁচটি আসনে নির্বাচন। তার মধ্যে চারটিতে আগেই প্রার্থী দিয়েছে শাসক শিবির। অবশিষ্ট আসনে কাকে বেছে নেওয়া হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘ রাজনৈতিক পথচলাকেই প্রাধান্য দিয়েছে বিজেপি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০২/০৩/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Afsar Ali Molla (old name) S/o. Late Gazi Rahaman Mollah, R/o. Singhati, Ghateswar, Dhubulia, Nadia-741154, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Afsar Ali Molla নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Afsar Ali Mollah (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Afsar Ali Mollah & Afsar Ali Molla S/o. Late Gazi Rahaman Mollah, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Sahanaj Begum.

নাম-পদবী

গত ০২/০৩/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Noorjahan Begum (old name) W/o. Late Sk Syed Ali, R/o. Shyamsundar, Raina, Purba Bardhaman-713424, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Noorjahan Begum নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Nurjahan Begum (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Nurjahan Begum & Noorjahan Begum W/o. Late Sk Syed Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Rafikul Islam.

নাম-পদবী

আমি Paromita Mondal D/o. Raju Mondal গত ইং ১১/০৯/২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Sk Parvin নামে পরিচিত হইয়াছি। ২৪/০২/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগালী, চুঁচুড়া কোর্টে ৬৫৮০ নং এফিডেভিট বলে Sk Parvin ও Paromita Mondal D/o. Raju Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩১১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Rumi Ghosh (old name), W/o. Gouranga Nandi, D/o. Asim Kumar Ghosh, R/o. Thaipara, Sarai, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Rumi Ghosh বিবাহের পর নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rumi Nandi (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Rumi Nandi & Rumi Ghosh W/o. Gouranga Nandi, D/o. Asim Kumar Ghosh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি রহিদ আলিসেখ আমার পুত্র কাজল সেখ তার মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ডে আমার নাম Rohid Shaikh আছে। ২৩/১২/২৫ নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে আমি Rahid Ali Sekh ও Rohid Shaikh ও আমার পুত্র Kajal Sekh ও Kajal Shaikh উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই মার্চ। ২০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার। দ্বিতীয়া তিথি, পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ, সকাল ৮ /২৬ র পরে একপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি । এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি । স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি । সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ শুভ কর্ম শান্তিস্বস্তায়ন, গাত্রহরিদ্রা, অব্যূড়ান্ন, নামকরন, বাহন ক্রয় বিক্রয় । বিপন্যারম্ভ।)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী প্রমিলা সরকার** স্বামী ৺দুলাল সরকার, **২)শ্রীমতী পূর্ণিমা হালদার ওরফে পূর্ণিমা সরকার** স্বামী শ্রী বিশ্বনাথ হালদার, **৩)শ্রীমতী রুমা মাহাতো ওরফে রুমা সরকার** স্বামী শ্রী ভোলানাথ মাহাতো, **৪)শ্রীমতী আনন্দ মালো ওরফে আনন্দ সরকার**, পিতা শ্রী দুলাল সরকার, সকলের সাকিম ভেজনপুর, সরাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৬/০৬/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03327/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী বরুন দাস**, পিতা আনন্দ দাস, সাকিম পান্ডুয়া কামারপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা পান্ডুয়া, ১০৮ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৯৭৪৯, ৯৭৬৩, ৯৭৪৭ ও ৯৭৪৬ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৩ নং দাগে ভিটি জমি ২ কাঠা বা ৩.৩০ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ৩০/১২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06927/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **অনুপম মাইতি**, পিতা শ্রী অমৃত মাইতি, সাকিম ঝুমঝুমি, উলুবেড়িয়া, হাওড়া-৭১১৩০১, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। যাহা অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **অনুপম মাইতি**, পিতা শ্রী অমৃত মাইতি, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **শ্রী বরুন দাস (আমমোক্তার)**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্যে পালাবদলের ডাক বিজেপির, তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ বিজেপি রাজ্য সভাপতির

এখন দুষ্কৃতী আর শাসকদল সমার্থক হয়ে উঠেছে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ্যে আসার আগেই আক্রমণাত্মক সুরে রাজ্য রাজনীতির মঞ্চে উঠলেন শমীক ভট্টাচার্য। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি একাধিক প্রতিশ্রুতি ও অভিযোগ তুলে ধরেন। দাবি করেন, ২ মার্চ রায়দিঘির সভা থেকে অমিত শাহ যে বার্তা দিয়েছেন, তা কার্যকর হবে ক্ষমতায় এলে। তাঁর কথায়, সরকার গঠন হলে সপ্তম বেতন কমিশন দ্রুত চালু করা হবে। শূন্যপদ পূরণে স্বচ্ছ নিয়োগ শুরু হবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই।

পরীক্ষার্থীদের বয়সসীমা বৃদ্ধি নিয়েও আশ্বাস দেন তিনি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারকে নিশানা করে শমীক বলেন, ভোটের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল বাংলার জন্য লজ্জার। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ প্রশাসন। একাধিক জেলায় বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে তিনি মন্তব্য করেন, এখন দুষ্কৃতী আর শাসকদল সমার্থক হয়ে উঠেছে।

আসন্ন ‘পরিবর্তন যাত্রা’ প্রসঙ্গে তাঁর ঘোষণা, এরপর একযোগে নয়টি স্থানে কর্মসূচি শুরু হবে, বৃহত্তর কলকাতায় বহু কেন্দ্রে ট্যাবলো নামবে। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ভাগাভাগির ফাঁদে পা দেবেন না নাগরিকেরা। প্রশাসনিক মহলের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দিয়ে শমীকের সংযোজন, কয়েক মাস পর পরিস্থিতি বদলাতে পারে, তাই দায়িত্ব পালন করুন নিরপেক্ষভাবে। রাজনৈতিক তরজা যে ক্রমেই তীব্র হচ্ছে, এদিনের বক্তব্যে তা স্পষ্ট।

পরিবর্তন যাত্রায় বিজেপির তারকা সমাবেশ, জেলায় জেলায় সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২৬-এর নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজ্যে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে একাধিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে দ্বিতীয় পর্যায়ের ‘পরিবর্তন যাত্রা’ শুরু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আজ ৫ মার্চ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধারাবাহিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিন শীর্ষ নেতা। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘিতে জনসভায় ভাষণ দেবেন। দলীয় সূত্রে দাবি, মহিলা সুরক্ষা ও সামাজিক প্রকল্প নিয়েই তিনি মূলত বক্তব্য রাখবেন। সন্ধ্যায়

তাঁর ফেরার কথা।

একই দিনে প্রাক্তন ঝাড়খণ্ড মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা আসানসোলের বুধা ময়দানে সমাবেশে যোগ দেবেন। স্থানীয় নেতৃত্বের কথায়, শিল্পাঞ্চলে কর্মসংস্থান ও উন্নয়নই হবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ উত্তরবঙ্গ সফরে চা শিল্প সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মসূচিতে থাকবেন। শিলিগুড়ির বৈঠকে চা পর্ষদের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন বলেও জানা গিয়েছে। বিকেলে শীতলকুচিতে তাঁর জনসভা নির্ধারিত। দলীয় মুখ পাত্রের ভাষায়, পরিবর্তনের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেই এই নিবিড় সফরসূচি। রাজনৈতিক মহলের মতে, বহিরাগত নেতাদের উপস্থিতি সংগঠনের কর্মীদের উজ্জীবিত করতেই কৌশলগত পদক্ষেপ।

ভোটের আগে প্রস্তুতিতে গাফিলতি, তোপের মুখে দুই জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোট ঘিরে জোর প্রস্তুতির বার্তা দিলেও বাস্তবে চিত্র ভিন্ন; এমনই ইঙ্গিত মিলেছে সাম্প্রতিক পর্যালোচনা বৈঠকে। ভারতের নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার প্রস্তুতি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। সোমবার ভার্চুয়াল বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-র উপস্থিতিতে জেলাগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। বৈঠক সূত্রের দাবি, প্রেজেন্টেশনে একাধিক মৌলিক তথ্য অনুপস্থিত ছিল। বুথ ব্যবস্থাপনা থেকে নিরাপত্তা; কোনও ক্ষেত্রেই স্পষ্ট রূপরেখা পাওয়া যায়নি। কমিশনের এক শীর্ষকর্তা নাকি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, যথাযথ প্রস্তুতি না থাকলে বৈঠকে অংশ নেওয়ার অর্থ কী? বিশেষ করে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট সংরক্ষণ, বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা এবং সংবেদনশীল বুথ চিহ্নিতকরণে ঘাটতি ধরা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেও তথ্য হালনাগাদ সংক্রান্ত

বিষয়ে এই দুই জেলার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধি দল রাজ্যে আসার কথা। সেই সফরের আগে প্রশাসনিক খামতি মেরামত না হলে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত মিলছে। ভোটের প্রাক্কালে এই বার্তা যে তাৎপর্যপূর্ণ, তা বলাই বাহুল্য।

সবং কলেজ বিতর্কে মানস ভুঁইয়াকে আক্রমণ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়-এ নবীনবরণ অনুষ্ঠান ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের উদ্দেশে কড়া ভাষায় মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ। সেই ঘটনাকে সামনে এনে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার।

সুকান্তর দাবি, অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের মর্যাদা নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়েছে এবং অধ্যক্ষকে প্রকাশ্যে ধমক দেওয়া হয়েছে। এমনকী ছাত্রছাত্রীদের একাংশ বক্তব্য না শুনে চলে যাওয়ায় পুলিশি পদক্ষেপের ইঙ্গিতও নাকি দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে দাঁড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভয় দেখানো এবং শিক্ষকদের হেয় করা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। এটা কেবল একটি কলেজের ঘটনা নয়, গোটা শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আঘাত। তাঁর আরও অভিযোগ, বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক প্রভাবের

কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। পরিচালন ব্যবস্থায় এমন ব্যক্তিদের বসানো হয়েছে, যাঁরা শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছেন। মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার বক্তব্য নিয়ে অবশ্য সরকারি স্তরে এখনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে শিক্ষা মহলে তীব্র আলোচনা শুরু হয়েছে।

এক ভোটার, দুই কেন্দ্র, তদন্তে সিইও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধনের দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে প্রকাশিত চূড়ান্ত নথিতেই ধরা পড়ল বিস্ময়কর ত্রুটি। একই ব্যক্তির নাম মিলেছে দুই পৃথক বিধানসভা কেন্দ্রে। একটি উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর, অন্যটি উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর। বিষয়টি সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য সিইও দপ্তর।

সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট ভোটার ও তাঁর পিতার পরিচয় দুই জায়গাতেই অভিন্ন। কেবল বয়সে সামান্য অমিল রয়েছে। উল্লেখযোগ্য, প্রাথমিক পর্যায়েই ওই ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠানো হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও শুনানি ও যাচাই-বাছাই পর্ব পেরিয়ে কীভাবে দু’টি কেন্দ্রে নাম বহাল রইল, সেই প্রশ্নেই দুই জেলার নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে বিশদ ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে। নির্বাচনী মহলের এক কর্তার কথায়, ডুপ্লিকেট এন্ট্রি রোধ করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। সেখানে এমন গরমিল উদ্বেগজনক। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। ইতিমধ্যে প্রকাশিত তালিকা ঘিরে রাজনৈতিক তরজাও তুঙ্গে। বিরোধীদের দাবি, ব্যাপক অসংগতি থেকেই যাচ্ছে। যদিও কমিশনের অন্দরমহলের বক্তব্য, প্রতিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তথ্যপ্রমাণ মিললে সংশোধন অনিবার্য। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর এই ঘটনা নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে নজরদারি ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েই।

ভাটপাড়ার বলরাম সরকার গঙ্গার ঘাটে নিখোঁজ চারজনের এখনও সন্ধান মেলেনি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার দোলের দিন বিকেলে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভাটপাড়া পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাদ্রাল গভর্মেন্ট কলোনির বাসিন্দা দুই যুবক এবং তাঁদের এক সম্পর্কের বোন ভাটপাড়া বলরাম সরকার গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমেছিল। তীব্র জলের স্রোতে তিনজনই গভীর জলে তলিয়ে যায়। তাঁদেরকে বাঁচাতে স্থানীয় এক কিশোর গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। কিন্তু ওই কিশোরও গভীর জলে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। জানা গেছে, নিখোঁজ দুই ভাই সৈকত নন্দী (৩২) ও সৌরভ নন্দী (২৭) এবং তাঁদের বোন দীপশিখা দাস রজক (২০)। কলকাতার হাতিবাগানের বাসিন্দা দীপশিখা মাদ্রালে নন্দী বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, ওই তিনজনকে ডুবতে দেখে প্রাণ বাজি রেখে গঙ্গার ঝাঁপ দেয় সৌরভ সরকার নামে এক কিশোর। ভাটপাড়া পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়ার বাসিন্দা সৌরভ। ভাটপাড়া অমর কৃষ্ণ পাঠশালা উচ্চ বিদ্যালয়ের

একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল সৌরভ। ওইদিন সন্ধেতে ডুবুরি নামিয়ে খোঁজ চালানো হয়। ভাটপাড়া থানার পুলিশের উপস্থিতিতে বুধবার সকাল থেকে গঙ্গায় চারজনের খোঁজে তল্লাশি চালায় এনডিআরএফ অর্থাৎ জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর টিম। যদিও খবর লেখা পর্যন্ত নিখোঁজ চারজনের সন্ধান মেলেনি।

বাল্যবিবাহ রুখতে পাথরপ্রতিমায় পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাথরপ্রতিমা: বাল্যবিবাহ রুখতে সচেতনতার বার্তা দিতে পথে নামলেন সমাজকর্মীরা। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দিগম্বরপুর ‘অঙ্গীকার হোম’-এর উদ্যোগে এই পদযাত্রা। ঢোলাহাট থানার সামনে থেকে সচেতনতা পদযাত্রার সূচনা হয়। এর উদ্বোধন করেন ঢোলাহাট থানার আইসি সুদীপ্ত দে। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক এবং অঙ্গীকার হোমের কর্মীরা।

আইসি জানান, বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি। এদিন পদযাত্রা মাদারপাড়া পোল, ভগবানপুর, চৌধুরীর চক, উত্তরাবাদ, বাহির চক, বৈদ্যের মোড়, মিলনমোড়, বৈরাগীর মোড়, ইন্দিরা মোড় হয়ে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত যায়। পথচলতি সাধারণ মানুষকে সচেতনতার বার্তা দেন উদ্যোক্তারা। উদ্যোক্তাদের দাবি, বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গড়তে প্রশাসন ও সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগই একমাত্র পথ।

নিশ্চিন্দা বসন্ত উৎসব এবার ২০তম বর্ষে পদার্পণ করল। ২২ ফেব্রুয়ারিতে সারা দিন বসে আঁকো ও আলপনা প্রতিযোগিতা এবং স্কুল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। অংশগ্রহণ করেন রামপুরহাট, কৃষ্ণনগর, ত্রিবেণী, শেওড়াফুলি, চন্দননগর, সোদপুর, ডানকুনি ও লিলুয়া থেকে আসা অসংখ্য প্রতিযোগী। উপস্থিত ছিলেন মানিক কান্ডার, বিজয় চক্রবর্তী, সুব্রত বিশ্বাস, সুন্দীপ ঘোষ, সোমা ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা। ২ মার্চ বালি নিশ্চিন্দা চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ের সামনে বিশাল রাস্তার উপর গণআলপনার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী অমিতাভ ভট্টাচার্য, জয়দেব দাস ও অর্জুন মহেশ্বরী। ৩,৪, ৫ মার্চ সন্ধ্যায় এই তিনদিন সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে প্রায় চল্লিশটি সংগঠনের বিভিন্ন সৃজনশীল শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন।

পলাশ পার্বণ আয়োজনে দক্ষিণ পল্লি নবারুণ সংঘ, বেহালা।

এসআইআরের ফলে মানুষের হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বাম।

শিলিগুড়িতে হিট অ্যান্ড রান, আহত যুবতী, চালক আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: ফের হিট অ্যান্ড রানের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়ি শহরে। এবার ঘটনাস্থল ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা। সেবক রোডের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার স্মৃতি এখনও তাজা, তার মধ্যেই নতুন করে পথ দুর্ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন বাসিন্দারা। গুরুতর আহত হয়েছেন অঙ্কিতা দাস নামে এক যুবতী। বুধবার আহতের ভাই অভয় দাস জানান, রাতে কাজ সেরে লেকটাউন এলাকা হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন অঙ্কিতা। সেই সময় একটি দ্রুতগতির গাড়ি আচমকা ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। রাস্তায় গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাঁকে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে তাঁকে উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা এবং দ্রুত শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে পৌঁছে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার সময় পুলিশি সহায়তা মেলেনি। উল্টে

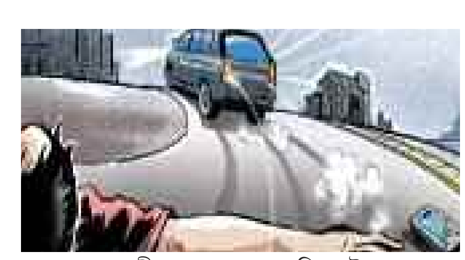

কোন থানার অধীনে মামলা হবে তা নিয়ে দুই থানার মধ্যে টালবাহানার শিকার হতে হয়েছে তাঁদের। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় জড়িত গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে এবং চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শহরে বারবার এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কড়া ট্রাফিক নজরদারির দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৫ মার্চ ২০২৬, ২০ ফাল্গুন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার

ভোটার স্লিপে বড় বদল

■ নির্বাচনকে আরও স্বচ্ছ ও নাগরিকবান্ধব করতে ভোটার তথ্যপত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনল দেশের নির্বাচন পরিচালনাকারী সাংবিধানিক সংস্থা। নতুন নকশায় প্রকাশিত ভোটার তথ্যপত্রে বুথের অংশ নম্বর ও ক্রমিক সংখ্যা স্পষ্ট ও বড় অক্ষরে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে ভোটাররা সহজেই নিজেদের ভোটকেন্দ্র চিহ্নিত করতে পারেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরাও দ্রুত নাম খুঁজে পান। সংস্থার এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, ভোটারদের ভোগান্তি কমানোই আমাদের অগ্রাধিকার। নতুন বিন্যাসে প্রয়োজনীয় তথ্য চোখে পড়ার মতো করে সাজানো হয়েছে। তাঁর দাবি, এই পরিবর্তনের ফলে বুথে লাইনে দাঁড়িয়ে অযথা সময় নষ্ট হবে না, বিভ্রান্তিও কমবে। নতুন তথ্যপত্রে কিউআর কোড-সহ একাধিক আধুনিক উপাদান যুক্ত হয়েছে। ফলে ডিজিটাল যাচাই আরও সহজ হবে। নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদক্ষেপ প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি ভোটারদের আস্থা দৃঢ় করবে। এক প্রাক্তন নির্বাচনী আধিকারিকের কথায়, ছোট পরিবর্তনই বড় স্বস্তি আনে। তথ্য স্পষ্ট হলে প্রক্রিয়াও মসৃণ হয়। আসন্ন নির্বাচনের আগে এই উদ্যোগকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সাধারণ ভোটারের কাছে দ্রুত ও নির্ভুল তথ্য পৌঁছে দিতে এই নবীকৃত তথ্যপত্র কার্যকর ভূমিকা নেবে বলেই প্রত্যাশা।

বকেয়া ডিএ-র দাবিতে ধর্মঘট

■ মহার্ঘ ভাতা সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট-এর সাম্প্রতিক নির্দেশ জারি হওয়ার পরও রাজ্যের তরফে স্পষ্ট পদক্ষেপ না মেলায় ক্ষোভে ফুঁসছে সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। সেই প্রেক্ষিতেই আগামী ১৩ মার্চ রাজ্য সরকারি দপ্তর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ ধর্মঘটের ডাক দিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সংগঠনের সিদ্ধান্ত, ওই দিন কর্মীরা দপ্তরে উপস্থিত থাকলেও কোনও প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করবেন না। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ২০০৯ সালের অগস্ট থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া ডিএ-র একাংশ দ্রুত মেটাতে হবে। অবশিষ্ট অংশ পরিশোধের পদ্ধতি ও সময়সীমা নির্ধারণে একটি পর্যবেক্ষক কমিটিও গঠিত হয়েছে। তবু কর্মী মহলের দাবি, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার এখনও নিশ্চুপ। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতা সন্দীপ ঘোষ বলেন, আমরা জানতে পারছি রাজ্য রায়ের বিরুদ্ধে পুনর্বিবেচনার পথে হাঁটছে। আদালত নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছিল। সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। তাই সাংবিধানিক অধিকারের দাবিতে আমরা ধর্মঘটের পথ বেছে নিয়েছি। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, অতীতে ধর্মঘট মোকাবিলায় কড়া অবস্থান নেওয়া হয়েছে। ফলে ১৩ মার্চের কর্মসূচি ঘিরে নতুন করে সরকার, কর্মী টানাপোড়েন তৈরি হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

নিরাপত্তা জোরদার

■ কলকাতাতে হোলির উচ্ছ্বাসের মাঝেই ভোট প্রস্তুতি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সক্রিয় নজরদারি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ৪ মার্চ বুধবার সকাল থেকে শহরের তালতলা থানা এলাকা এবং রাসবিহারীর সংলগ্ন অঞ্চলে স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে রুট মার্চ করেন জওয়ারা, যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার বার্তা পৌঁছে যায়। এ সময়ে তাঁরা নেটাগরিকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেন। এই রুট মার্চ আর তৎপরতা ভোটের আগে বাড়তি সতর্কতামূলক উদ্যোগের অংশ, কারণ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই প্রথম দফায় ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছেছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০ মার্চের আগে আরও কোম্পানি আসবে বলে পরিকল্পনা রয়েছে। কলকাতার পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন, অনিরাপত্তা বজায় রাখতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথোপকথন এবং দৃশ্যমান উপস্থিতি জরুরি, এমন বক্তব্য নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী এই তৎপরতা চালাচ্ছে।

নাস্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা নিপাত যাক

ধর্মীয় শৃঙ্খলা ও সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্নে সরব হলেন শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দোলের আবহে হিন্দুদের সতর্ক ও সুরক্ষিত থাকার বার্তা দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ধর্মীয় শৃঙ্খলা ও সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্নে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতা দোলের পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি উপস্থিত সমর্থকদের উদ্দেশে সচেতনতার বার্তা দেন এবং ধর্মীয় আচরণ ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ মেনে চলার আহ্বান জানান। শুভেন্দু বলেন, নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষবাদী নিপাত যাক। ধর্ম রক্ষতি রক্ষিত, হিন্দু জাগরণ হোক। তিনি আরও বলেন, আপনাদের প্রত্যেককে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। ধর্মের বিধান মানতে হবে। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে যাতে

হিন্দুরা তাঁদের ধর্ম আচরণ পালন করতে পারে, সেই প্রার্থনা করছি, ধর্মের নীতিও মেনে চলা জরুরি। তাঁর বক্তব্যে ধর্মীয় পরিচয়ের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উঠে আসে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, হিন্দুদের সচেতন হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের নিরাপদ থাকতে হবে। শিক্ষা ও আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিরোধী দলনেতার কথায়, সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ধর্মীয় অনুশাসন এবং পারস্পরিক সহাবস্থান; দুটিকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। বক্তব্যের শেষ পর্বে তিনি বলেন, আমরা প্রার্থনা করি, আমাদের প্রিয় রাধা-মাধবের কাছে এই প্রার্থনাই জানাব; সকলের কল্যাণ হোক, সমাজে ন্যায় ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠিত হোক।

তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। শাসক শিবির এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

শুক্রে ভোটাধিকার রক্ষায় মমতার ধর্না, শনিতে ধর্মতলায় অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়ে রাস্তায় নামার ডাক দিল তৃণমূল কংগ্রেস। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর আহ্বানে ৬ মার্চ দুপুরে ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে অবস্থান কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। দলীয় বিবৃতিতে অভিযোগ, সাংবিধানিক সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে মানুষের ভোটাধিকার খর্বের চেষ্টা চলছে। এক শীর্ষ নেতা বলেন, গণতন্ত্রকে দুর্বল করার যে প্রয়াস চলছে, তার বিরুদ্ধে নীরব থাকা যায় না। তাঁর দাবি, জনমতের বিকৃতি রুখতে সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ প্রয়োজন। শাসকদলের বক্তব্য, এই কর্মসূচি কোনও দলীয় প্রদর্শনী নয়; বরং নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে গণআন্দোলন। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটের অধিকার সুরক্ষিত রাখা আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তাই শান্তিপূর্ণ অবস্থানে সবাইকে অংশ নেওয়ার অনুরোধ। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধর্না শান্তিপূর্ণ হবে এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে অবিলম্বে বাদ পড়া ভোটারদের নাম তালিকায় যোগ করার দাবি জানানো হবে। পাশাপাশি, প্রয়োজনে আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার নিতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা বহন করছে। ধর্মতলার চত্বরে বড় জমায়েতের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা ও যান নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের ইঙ্গিত। প্রসঙ্গত, এসআইআর প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংঘাত হয়েছে বাংলার শাসকদল তৃণমূলের। দিন যত এগিয়েছে, সংঘাত ততই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে রাজনৈতিক চাপানউতোরের আবহে ৬ মার্চের সমাবেশ ঘিরে বাড়ছে উত্তাপ।

হুমকি ইমেল কাণ্ডে গ্রেপ্তার বাংলার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গুজরাত জুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিচারালয়ে বিস্ফোরণের আতঙ্ক ছড়ানো ইমেল রহস্যে মিলল বাংলা যোগ। ওই ঘটনায় সৌরভ বিশ্বাস নামে এক যুবককে এ রাজ্য থেকে পাকড়াও করেছে আমেদাবাদ পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, দেশের একাধিক প্রান্তে একই কায়দায় ভীতিপ্রদ বার্তা পাঠানোর নেপথ্যে ধৃতের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। কয়েক দিন আগে কলকাতা ও জেলাগুলির বিভিন্ন আদালত, ডাকঘর এবং পাসপোর্ট দপ্তরে একই সময়ে হুমকি বার্তা পৌঁছয়। তাতে চাঞ্চল্য ছড়ালেও পরে সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার স্পষ্ট করেন, বার্তাগুলি ভিত্তিহীন, আতঙ্কের কারণ নেই। তবে পরদিনও আসানসোল-সহ আরও কিছু আদালতে একই ধরনের মেল আসায় সন্দেহ ঘনীভূত হয়। গুজরাতে অন্তত ছ'টি আদালত ও এক ডজনের বেশি স্কুলকে ভয় ধরানো বার্তা পাঠানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বিদেশি সার্ভারের আড়াল নেওয়া হয়েছিল। এক তদন্তকারী আধিকারিকের কথায়, অপরাধের ধরন মিল থাকায় অন্যান্য রাজ্যের ঘটনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা চেষ্টা চলছে, বাংলায় ছড়ানো হুমকি ই-মেলের সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল কি না। তদন্ত এখন বহুমুখী পথে এগোচ্ছে।

মেট্রোর নিয়ন্ত্রিত পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা মেট্রো রেলের কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার গিরিশ পার্ক স্টেশনে ডাউন লাইনের একটি রেকের জরুরি প্রতিরোধমূলক ও নির্ধারিত সূচির বাইরে রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ব্লু লাইনের ডাউন লাইনে মেট্রো পরিষেবা সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা ৫৮ মিনিট থেকে রাত্রি ৭টা ৩৬ মিনিট পর্যন্ত ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে চালানো হয় বলে জানানো হয়েছে। প্রযুক্তিগত সমস্যা এড়াতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন হওয়ার পর বর্তমানে ব্লু লাইনের ডাউন লাইনে মেট্রো পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে। যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশও করা হয়েছে।

মনোজ আগরওয়ালের স্ত্রী ও শ্বশুরের সম্পত্তি নিয়ে তরজা, পাল্টা প্রতিক্রিয়া কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়ালের কলকাতায় সম্পত্তি বিতর্ক ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরে নতুন মাত্রা যোগ করল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়। শাসকদলের একাংশের তোলা প্রশ্নের সরাসরি প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দপ্তরের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের স্ত্রী বিয়ের আগেই সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে নিয়ম মেনে আয়কর রিটার্ন জমা দিয়ে আসছেন। তাদের দাবি, আর্থিক লেনদেন ও সম্পদের উৎস সম্পূর্ণ আইনসম্মত। একই সঙ্গে কটাক্ষ ছুড়ে বার্তায় লেখা হয়েছে, বদনাম করার অপচেষ্টা চলছে। শেষ পর্যন্ত সত্য ও আইনের শাসনই জিতবে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সম্প্রতি এক পুরনো প্রতিবেদন তুলে ধরে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, অধিকারিকদের নিয়ম শেখানোর আগে নিজের নৈতিকতার জবাব দিন। সিবিআই চার্জশিটে

মনোজ আগরওয়ালের স্ত্রী ও শ্বশুরের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পত্তি ও ৩০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের উল্লেখ রয়েছে।

তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার অভিযোগ করেন, সব ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।দ অন্যদিকে বিজেপি মুখপাত্র জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় পাল্টা বলেন, অভিযোগ যদি পুরনো সময়ের হয়, দায় তখনকার সরকারেরও এড়ানো যায় না। নির্বাচন প্রক্রিয়া সামনে রেখে এই বাকযুদ্ধ যে আরও তীব্র হবে, তা বলাই বাহুল্য।

সপ্তাহান্তে বৃষ্টির ইঙ্গিত, সতর্কবার্তা আবহাওয়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বসন্তের মৃদু আবহ কাটিয়ে রাজ্যে ফের ভিজে পর্বের ইঙ্গিত। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সপ্তাহের শেষভাগে দক্ষিণ ও উত্তর; দুই বাংলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে। সমুদ্র থেকে আর্দ্র হাওয়া এবং উত্তর-পশ্চিম দিকের সক্রিয় আবহাওয়াগত অস্থিরতার যুগপৎ প্রভাবে রবিবার থেকে আকাশের মেজাজ বদলাতে পারে। সোমবার বর্ষণের তীব্রতা আরও বাড়ার আভাস মিলেছে।

বুধবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে ২০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, আর দিনের চূড়া ছুঁয়েছে ৩৩.১ ডিগ্রি। দপ্তরের এক কর্তার কথায়, শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বড় পরিবর্তন নেই। তবে রবিবারের পর থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি একাধিক জেলায় ছড়াতে পারে। ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রথম দফায় বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা।

এরপর পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও হুগলিতেও ভিজতে পারে মাটি। কিছু জেলায় সপ্তাহের মাঝামাঝি পর্যন্ত দফায় দফায় বর্ষণ চলতে পারে বলেই ইঙ্গিত। উত্তরবঙ্গেও একই ছবি। দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড় থেকে সমতল আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি;সবখানেই সোমবারের পর বৃষ্টির দাপট বাড়তে পারে। আপাতত ঘন কুয়াশার আশঙ্কা নেই, তবে আকাশে মেঘের আনাগোনা বাড়বে বলেই পূর্বাভাস।

ভোটার তালিকা বিতর্কে রিপোর্ট দিল সিইও দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশেষ পুনর্নিরীক্ষণ পর্ব ঘিরে রাজ্যে নতুন করে চাপানউতোর। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর বিপুল সংখ্যক আবেদন 'মুলতুবি' থেকে যাওয়ায় প্রশ্নের মুখে পড়েছেন নির্বাচনী নথি সংশোধনের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের সিইও দপ্তর পৃথক পৃথক ঘটনার বিশদ ব্যাখ্যা তুলে পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশনের কাছে। সংশ্লিষ্ট ইআরও ও এইআরওদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার আর্জিও জানানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। দপ্তরের পাঠানো নথিতে পূর্ব বর্ধমানের এক বাসিন্দার প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে। দীর্ঘদিন

একই কেন্দ্রে ভোটদান সত্ত্বেও তাঁর আবেদন শুনানির পরও 'অমীমাংসিত' দেখানো হয়েছে। অভিযোগ, প্রয়োজনীয় কাগজ জমা দিলেও তা পোর্টালে তোলা হয়নি। এমন একাধিক উদাহরণ নথিবদ্ধ করে কমিশনের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। এ নিয়ে রাজনৈতিক তরজাও চড়েছে। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, এই ইআরও-এইআরওরা যত গোলমালের উৎস। অনেক ক্ষেত্রে সরকারের চাপে কাজ করেছেন। বৈধ ভোটারদের নামও ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর সংযোজন, দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। এখন নজর দিল্লির সিদ্ধান্তে; দায় নির্ধারণ করে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হয় কি না, সেটাই দেখার।

কড়া নিরাপত্তায় রঙের উৎসবের মধ্যেই গ্রেপ্তার ৩৩০

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রঙের উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠা শহরকে ঘিরে মঙ্গলবার কঠোর নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলেছিল কলকাতা পুলিশ। দোলের পর হোলির দিন সকাল থেকেই মহানগরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, আবাসিক এলাকা ও নদীতীর জুড়ে নজরদারি জোরদার করা হয়। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, অশোভন আচরণ, জোরপূর্বক রং লাগানো এবং মদ্যপ অবস্থায় বিশৃঙ্খলা তৈরির অভিযোগে বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ৩৩০ জনকে আটক করা হয়েছে। বেআইনি মদের বিরুদ্ধে অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ২৫ লিটার মদ। শহর জুড়ে প্রায় চারশো অস্থায়ী নজরদারি কেন্দ্র গড়া হয়। সংবেদনশীল অঞ্চলে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি শীর্ষপদস্থ আধিকারিকেরাও সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। টহলে ছিল পিসিআর ভ্যান

ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া দল। অলিগলিতে বাইক বাহিনী প্রস্তুত রাখা হয়, যাতে অভিযোগ মিললেই দ্রুত পদক্ষেপ করা যায়। বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয় গঙ্গার ঘাট ও জলাশয় ঘিরে। বহু স্থানে বিপর্যয় মোকাবিলা দল প্রস্তুত ছিল। বহুতল থেকে রং বা জলভর্তি বেলুন নিক্ষেপ রুখতেও কড়া ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশের এক শীর্ষকর্তার কথায়, উৎসবের আবহ বজায় রেখেই আইনভঙ্গের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, সক্রিয় নজরদারির ফলেই বড় কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

জোড়াসাঁকো থানা অঞ্চলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ। ছবি: অদিতি সাহা

দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকারকে এবার বাংলার মানুষ বিদায় দেবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বসন্তের আগমন, রাধা-কৃষ্ণের শাশ্বত প্রেম ও ভালোবাসার উৎসব হল হোলি কিংবা দোল উৎসব। মিশ্র ভাষাভাষীর ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে সাধারণত দোলযাত্রার পরের দিন চৈত্র মাসের প্রথম প্রতিপদ তিথিতে হিন্দুদের প্রাচীন 'হোলি' উৎসব পালিত হয়। হোলি উৎসব উপলক্ষে শিল্পাঞ্চলের সমস্ত জুটমিল বন্ধ থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় বুধবার জগদ্দলের মেঘনা মোড়ে নিজের বাসভবনের নিচে তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে হোলি উৎসবে মাতলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। হোলি উৎসবে অংশ নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, প্রতি বছরই তাঁরা ঘটা করেই দোল কিংবা হোলি উৎসব পালন করে থাকেন। এটা তাঁদের পারিবারিক পরম্পরা। শিল্পাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে তাঁদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর বাবা-ও এই রঙের উৎসব ঘটা করেই পালন করতেন। পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতার দাবি, দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকারকে এবার বাংলার মানুষ বিদায় দেবে। তাঁর

অভিযোগ, ভোট এলেই মমতা ব্যানার্জি 'বাঙালি অস্মিতা'র কথা বলেন। অথচ তৃণমূল ভিন রাজ্যের বাসিন্দা দু'জনকে রাজ্যসভার প্রার্থী করেছে। তাঁর কথায়, লাল ডায়েরি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে রাজীব কুমার রাজ্যসভার টিকিট পেয়েছেন। তেলেঙ্গানার বাসিন্দা মেনকা গুরুস্বামী সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী। যিনি আরজি কর হাসপাতালে নিহত অভয়ার মামলা লড়ে রাজ্যসভার প্রার্থী হয়েছেন। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, ব্যারাকপুরে বরাবরই তাঁর সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই হয়। এটা নতুন কিছু নয়। তবে লড়াই করতে তাঁর ভালো লাগে। তাঁর দাবি, ব্যারাকপুরে তৃণমূল বিজেপিকে নিশানা করে না। তৃণমূল তাঁকে নিশানা করে। এটাই হয়তো তাঁর একটা বাড়তি পাওনা।

বুথের বাইরে সিসিটিভির কড়া নজর, বাড়ছে কমিশনের সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন নির্বাচনের আগে নজরদারিতে আর এক ধাপ এগোল কমিশন। ভোটকেন্দ্রের চার দেওয়ালের গণ্ডি পেরিয়ে এবার আশপাশের এলাকাও আসছে ক্যামেরার আওতায়। সাম্প্রতিক বৈঠকের পর স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রতিটি কেন্দ্রের ভিতর ও বাইরে সর্বক্ষণিক চিত্রগ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নির্বাচনী প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, ভোটের দিন সামান্য অশান্তিও যাতে অদৃশ্য না থাকে, সে জন্যই এই সিদ্ধান্ত। কোনও অনধিকার প্রবেশ বা গোলমাল হলে তা সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়বে। কমিশনের পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্র ঘিরে বিশৃঙ্খলা রুখতেই এই অতিরিক্ত নজরদারি জরুরি। শুধু প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাই নয়, মানবসম্পদও বাড়ানো হচ্ছে। বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, আগামী ৬ মার্চ ঝাড়গ্রাম ও ওড়িশা থেকে মোট দু'শো বিচার বিভাগীয় আধিকারিক আসছেন। যেসব এলাকায় অভিযোগের পরিমাণ বেশি, সেখানে তাঁদের মোতায়েন করা হবে।

'ভয় দেখিয়ে এতদিন রাজনীতি হয়েছে, এখন আর সেই সময় নেই'

তৃণমূলকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন প্রক্রিয়া ও আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে বুধবার তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এক সভা থেকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ভোট যদি সুষ্ঠুভাবে হয়, ফলাফল নিয়ে কোনও সংশয় থাকবে না। তাঁর দাবি, মানুষ এখন পরিবর্তনের পক্ষে মানসিকভাবে প্রস্তুত। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে প্রয়োজনে কমিশন কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইতে পারে। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন

সঠিক তথ্য দিচ্ছে না। যদি বাইরে থেকে ব্যবস্থা নিতে হয়, তা-ও নেওয়া হবে। একই সঙ্গে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, ভয় দেখিয়ে এত দিন রাজনীতি হয়েছে। এখন আর সেই সময় নেই। ব্যক্তিগত আক্রমণের সুরেও তিনি বলেন, কে কী খায় বা কী বিশ্বাস করে, তা ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু তার আড়ালে রাজনীতি করলে মানুষ জবাব দেবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর মন্তব্য, পাঁচদিন আগে খুন হয়েছে, অভিযুক্ত ধরা পড়েনি। প্রশাসনের ব্যর্থতা স্পষ্ট। সভায় সুকান্তর বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হয়েছে। শাসক শিবিরের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সম্পাদকীয়

শহরের রুফটপ রেস্তোরাঁর অগ্নিসুরক্ষা বিধি কার্যত বিশ বাঁও জলে

একাধিক অগ্নিকাণ্ডের পর স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী টাস্ক ফোর্স গড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল, শহরের রুফটপ রেস্তোরাঁগুলিতে যেন অগ্নিসুরক্ষা বিধি কঠোর ভাবে মেনে চলা হয়। কলকাতা পুরসভাকে বিষয়টি দেখতে বলেছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে নিয়মিত নজরদারির কথাও উঠে এসেছিল। কিন্তু বছর ঘুরল না, কোথায় কী, কোথায় সেই টাস্ক ফোর্স, কেউ কী জানে? বাস্তব অবস্থাটা হচ্ছে, এখন এই অগ্নিসুরক্ষা বিধি কার্যকর করতে গিয়ে সবটা ঘেঁটে ফেলেছে কলকাতা পুরসভা। সবমিলিয়ে এখন যা অবস্থা তাতে গোটা পরিকল্পনা বিশ বাঁও জলে। সর্বশেষ যা জানা গিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে বিষয়টি নিয়ে পুরসভা ও দমকল দফতর কয়েকদিন আগেও যতটা তৎপর ছিল, এখন সেটা অনেক কম। কারণ, ওই সামনে ভোট। বেগতিক দেখে এখন ওই সুরক্ষা বিধি টিধি থেকে অনেকটাই সরে এসেছে পুরসভা। মোদ্দা কথা, কয়েকদিন আগের সুর এখন অনেক নরম। আপাতত রেস্তোরাঁগুলিকে বলা হচ্ছে, এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই, সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে করলেই হবে। অর্থাৎ এখনই তাঁদের ঘাড়ে কোনও কিছু চাপাতে নারাজ প্রশাসন। গত ডিসেম্বরে চৌরঙ্গি, জওহরলাল নেহরু রোড, পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, গোলপার্ক, গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ এলাকার একাধিক রুফটপ রেস্তোরাঁয় অভিযান চালানো হয়েছিল। রেস্তোরাঁ মালিকদের দ্রুত অগ্নিসুরক্ষা বিধি কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ১২টির মতো রুফটপ রেস্তোরাঁ পুরসভার নির্দেশ মেনে অগ্নিসুরক্ষা বিধি ইতিমধ্যেই কার্যকর করেছে। কিন্তু বেঁকে বসেছেন বেশিরভাগ রেস্তোরাঁ মালিক। তাঁদের বক্তব্য, এই বিধি মেনে করতে গেলে প্রচুর খরচ হয়ে যাবে। যা এই মুহূর্তে করা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা আপাতত রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখাই শ্রেয় বলে মনে করছেন। কয়েকটি রেস্তোরাঁ নাকি ইতিমধ্যে বন্ধও হয়ে গিয়েছে। এরপরই টনক নড়ে কর্তাদের। সামনে ভোট, তাই ঠেলায় পড়ে এখন উল্টে পুরসভাই বলছে, আরও সময় দেওয়া হবে। এই হল এই রাজ্যের প্রশাসনের হাল। কোনও ঘটনা বা পরিস্থিতির আগাপাশতলা না জেনে, না বুঝে কোনও সিদ্ধান্ত নিলে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

শব্দছক ৯০

রবি দাস

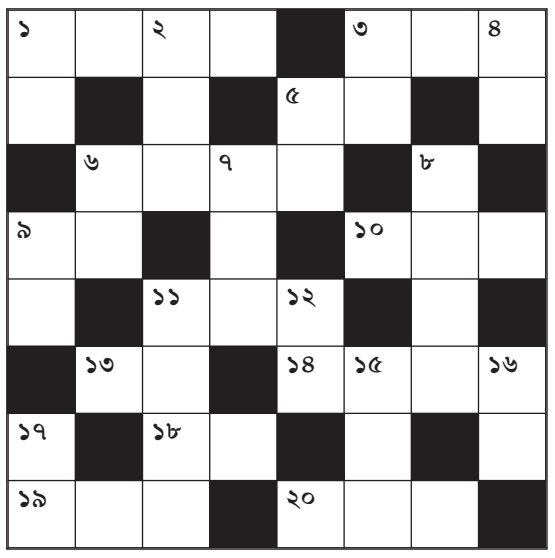

পাশাপাশি: ১. শ্যামলত্ব ৩. মৃগচর্ম ৫. অল্প ৬. নজিরবিহীন ৯. নৃত্যকরা ১০. মন্দ ১১. দপ্তরখানা ১৩. কর্ণ ১৪. বড় পাকা বাড়ি ১৮. জ্ঞানী ১৯. সঙ্গীতকার ২৩. পটলের গাছ

ওপর-নিচ: ১. মা কালীর এক রূপ ২. লিপিকৃত বক্তব্য ৩. সামান্য ৪. রাত্রি ৫. গলার আওয়াজ ৬. বিক্রীকরা ৭. আড়াই প্যাঁচের মিষ্টি খাবার ৮. বিশ্বব্রহ্মান্ডি ৯. মহিলা ১১. অনুসংক্রান্ত ১২. স্বাক্ষর ১৫. মাতলামি করে যে ১৬. অঙ্গ ১৭. শীর্ণকায়া

সমাধান ৮৯ — পাশাপাশি: ১. কল্লোলিত ৩. চলা ৫. প্রথা ৬. রাম ৮. বরা ১০. মালিন্য ১২. পদানত ১৪. তাপি ১৫. নবি ১৬. জমকালো ১৮. গোবদা ১৯. পায়ী ২০. রিপু ২২. পান ২৩. পতি ২৪. রুইদাস

ওপর-নিচ : ১. কথা ২. তরী ৪. লাবণ্য ৫. প্রলাপ ৭. মমতাময়ী ৮. বনবিদারি ৯. রাত ১১. লিপিকা ১৩. দানব ১৬. জপা ১৭. লোচন ১৮. গোসাপ ২১. পুরু ২২. পাস

আজকের দিন

- **১৯৫৩** — জোসেফ স্ট্যালিনের মৃত্যুর ফলে ক্ষমতার এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে।
- **১৯৭৯** — ভয়েজার ১ বৃহস্পতির উপগ্রহ আইওতে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি পর্যবেক্ষণ করে।
- **২০০১** — সৌদির মিনায় পদদলিত হয়ে ৩৫ জন হজযাত্রী নিহত হন।

জন্মদিন

১৯১১ *প্রথম বায়ুসেনা প্রধান সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯১৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিজু পট্টনায়েকের জন্মদিন।*

১৯৫৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শিবরাজ সিং চৌহানের জন্মদিন।*

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

ক্লাবঘর খোলা ক্লাসঘর বন্ধ

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

রাজনৈতিক শক্তি, কথা , এবং অপ অসংস্কৃতি যুক্তি'র ডান বাম কোনো ভ্রূক্ষেপ করে না। যে ভাবেই হোক গোল একটা ব্যাখ্যা পরিসমাপ্তি তার চাই। ভোট মরসুমে তেমনই এক যুক্তি- কেন্দ্রীয় বাহিনী স্কুলে উঠবে। স্কুল পড়াশোনা লাটে উঠবে। যুক্তিশাস্ত্রে এক্কেবারেই ঠিক কথা। সত্যিইতো, একটা স্কুলে যদি হঠাত কোনো দল আসল এবং থাকতে শুরু করল, ছেলেপুলে পড়বে কেমন করে! মেনে নেওয়ার মত কথা। কিন্ত একবারও যুক্তি ওঠেনি এতদিন পর্যন্ত, যখন টুকটুক করে রাজ্য সরকারি স্কুল থেকে ছাত্র সংখ্যা কমে চলে। যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র পর্যন্ত থাকে না। খাতায় যা বা গুটিকয়েক আছে তারা ক্লাসে আসে না। বাংলা মাধ্যম সরকারি এবং সরকার অনুমোদিত স্কুলে ক্রম হ্রাসমান ছাত্র সংখ্যা, স্কুলের পর স্কুল তালা পরে যাওয়া, শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া। খালি শ্রেণী কক্ষ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে একটাও সাংবাদিক বৈঠক করতে দেখল না মানুষ। এটা কেমন বাঙালিআনা! এটা ঠিক কেমন শিক্ষা সচেতন সরকার! ২০২৩ সালেই পশ্চিমবঙ্গের ৮, ২০৭ টি সরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুলে পাকাপাকি তালা পরে। কারণ ছাত্র সংখ্যা ৩০ এরও কম। তাই শিবরাত্রির সলতের মত স্কুল চালানো অসম্ভব ঠেকে। সরকার অনুমোদিত ১০ শতাংশেরও অধিক স্কুলে তহবিলে টান। কসবা মডার্ন ইন্সটিটিউট ফর গার্লস এর মত স্কুল পর্যন্ত একটাও ছাত্রী ভর্তি করতে পারল না শিক্ষাবর্ষ ২০২৩-২৪ এ। স্কুল বন্ধ। সত্যিইতো শিক্ষিকারাই বা কী করবেন, তাঁরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেন- ছাত্রী একটাও নেই। বারবার অবেদন। তারপর যা হবার তাই, স্কুল বন্ধ। একই ভাবে কসবার মত মোট ২৫৩ টি স্কুল বন্ধ হয়েছিল। সরকারী নীতি ঠিক কেমন হলে- একটার পর একটা স্কুল বন্ধ হয়। আচ্ছা, রাজ্য সরকার একবার বলুক, চিহ্নিত করুক কত শ' স্কুল বন্ধ, কত শ স্কুলে নামমাত্র ছাত্র। সেসব স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকতে নিশ্চিত ভাবে পঠন পাঠন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ভোটার পুনরুজ্জীবিত করতে এত তোড়জোর। এই ভাতা আর সেই ভাতা। তাহলে সরকারি স্কুল পুনরুজ্জীবিত করতে কোনো উদ্যোগ নেই যে বড়! ভোট চাইতে দরজা নাড়তে জুড়ি নেই। তাহলে কেন সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের বলা হয় না, স্থানীয় নেতা, সরকার ঘনিষ্ট বিশেষ মানুষদের বলা হয়না- ঘরে ঘরে গিয়ে সরকারি স্কুলে পড়ার জন্য প্রচার করুন। ছাত্র অপ্রতুলতার দায়ে যখন স্কুল বন্ধ হয়, তখনতো অপ্রতুলতার কারণটাও সন্ধান করার দায়িত্ব থাকে। প্রথম থেকে অস্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই খাতা স্কুল পোশাক, স্কুল ব্যাগ এবং নবম ও দশম শ্রেণীতে সাইকেল, এবং অতিমারীর পর থেকে একাদশ- দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য ট্যাবলেট মোবাইলেরও পর্যন্ত ব্যবস্থা আছে, এর পরেও কেন ১০ হাজারেরও বেশী স্কুলে ৩০ জনও ছাত্র নেই। এছাড়াও আছে মিড ডে মিল। রয়েছে কণ্যাশ্রী। এর পরেও ক্লাবে মাথা গিজগিজ করছে কিন্ত ক্লাস ফাঁকা! সরকারি স্কুলে ছাত্র বেতন অত্যন্ত কম, অনেক সময়ই অনৈতিক। বাংলা মাধ্যম স্কুলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অভিযোগ ছিল প্রশ্নপত্র জটিল এবং বর্ণনাত্মক ধাঁচের জন্য নাম্বার তোলা কঠিন। সে সমস্যারও সমাধান হয়েছে। দিল্লি বোর্ডের অনুকরণে এখন প্রশ্নপত্রে ৬০ শতাংশ নৈবর্ত্তিক, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। অর্থাত নাম্বার পাওয়ার জন্য ক্ষ্ম ভাতাক্ষ্ম প্রকল্প প্রতি স্তরে। এত আয়োজন তাও কেন ছাত্র শূণ্য কক্ষ! বারবার সচেতন অভিভাবক বিরক্তিসহ বলেন স্কুলের শিক্ষাদান পদ্ধতি, গুণগত মান, ব্যবহারিক মূল্য যথাযথ না। এখন একটা এমন পরিস্থিতি যে, যারা সন্তানের জন্য কিছু একটা পরিকল্পনা করেন সেই অভিভাবকরাই চেষ্টা করেন সন্তান যেন ঢ্যারঢ্যারে বাংলা মাধ্যম স্কুলে ভর্তি না হয়। এত বড় অনাস্থা, এতো আমাদের সবার লজ্জা। না এই অনাস্থা যে আজকেই শুরু , হঠাত করে শুরু এমন না। প্রাথমিকে ইংরেজি শিক্ষা যবে থেকে লোপ পেয়েছে তবে থেকেই ছাত্র মুখ ঘুরিয়েছে সরকারি স্কুল থেকে। নয় এর দশকে যখন মুক্ত বানিজ্য সারা দেশে ছড়াচ্ছে, যখন বিশ্বায়ন তার সিলেবাস পাকা করছে সর্বত্র, কেন্দ্রীয় সরকার নতুন পে কমিশন চালু করল, মানুষের জীবন দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে থাকল। দিল্লি বোর্ডের স্কুল পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের সর্বত্র তৈরি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের কিন্ত কোনো হুঁস নেই। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে থাকা সব শহরে একটু স্বচ্ছল পরিবার মানেই দিল্লি বোর্ড স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করতে থাকল। সর্বভারতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তা অনেক সময়ই সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে। একটা মিথ তৈরি হল - ইংরেজিটা ভাল জানতেই হবে। ইংরেজি ছাড়া গতি নেই। আর ঠিক সেই সময়ই বাম সরকারের ভীষণ মনে হল- দাও প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে। অর্থাত ইংরেজি তোলার মধ্যে দিয়ে জ্যোতি বসুর সরকার যেন বিশ্বায়ন বিরোধিতার আহ্বান করতে চেয়েছিলেন। সরকারি স্কুল কক্ষ তখন থেকেই তার বুদ্ধিমত্তার ঘরে হারতে শিখল। তারপর শিক্ষা ভীতি আটকাতে পাশ ফেল তোলা হল। সরকারী স্কুল লটারিতে ভর্তি এক হাস্যকর সিদ্ধান্ত ছিল। এমন অনেক পদ্ধতির অপচয় কালে ক্রমে ধ্বংস করেছে স্কুল ব্যবস্থা।

ভুরি ভুরি অভিযোগ এসেছে- ক্লাস সেভেনের ছাত্র ঠিক করে এ বি সি ডি জানে না। একটা বাক্য লিখতে জানে না। নামতা জানে না। কী মজা! কিছুই জানি না, মিডডে মিল খাই আর পরের ক্লাসে উঠে যাই। বামপন্থীরা প্রাথমিক মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদন্ড ভেঙেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার সেই ভাঙা মেরুদন্ডের কুচি করছে। পরিকাঠামোর উন্নয়ন হয়েছে বটে, বিল্ডিং হয়েছে, শৌচাগার হয়েছে, অবশ্যই সব স্কুলে জল সরবরাহ হয়। সাইকেল স্ট্যান্ড থেকে হলঘর, স্পোর্টস সরঞ্জাম সব আছে। নেই কেবলমাত্র বৈধ নিয়মের শিক্ষক নিয়োগ আর ন্যূনতম পর্যাপ্ত ছাত্র। যে সংখ্যক ছাত্র থাকলে অন্তত বলা যায়- হ্যাঁ স্কুল চলছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের অচলাবস্থা, জড় শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি, প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে চূড়ান্ত অপদার্থতা এবং সবার উপরে পুরো শিক্ষা সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গভীর দীর্ঘশ্বাস সন্দেহ ক্লাস গুলিকে কোলাহল শূণ্য করছে। প্রতিটা পদক্ষেপে এক অদ্ভুত অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। স্কুলের শিক্ষক বদলির উদাহরণ টাই যথেষ্ট। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার যখন মিউচুয়াল ট্রান্সফার শুরু করল তা বেশ উৎসাহিত করেছিল শিক্ষক কুলকে। তারপর, শুরু হল উৎসশ্রী ও স্পেশাল গ্রাউন্ড ট্রান্সফার। অসংখ্য সময়ই অভিযোগ এসেছে সরকার ঘনিষ্ট হলেই বদলি মিলছে। প্রায় গনবদলি শুরু হল অনেক ক্ষেত্রেই। প্রত্যেক স্কুলে শিক্ষকদের সাধারণ অভিযোগ, ক্লার্ক নেই, পিওন নেই। তথ্য সংগ্রহ থেকে তথ্য নথিকরণ, কোন ছেলের বমি হয়েছে থেকে কোন মেয়েটার বারবার জ্বর আসছে সেটা নথিকরণও এখন মাস্টারের কাজ। কণ্যাশ্রী তথ্য কম্পিউটারে তোলা আর মিড ডে মিলে কটা ডিম পচা সেটাও যখন শিক্ষককেই হিসেব ধরে নথিকরণ করতে হয়, তখন পড়াবেন কখন! উঠছে এ অভিযোগ। আবার অভিভাবকদের অনেক সময়ই অভিযোগ করেন- শিক্ষিকাতো ক্লাসে বসে উল বুনছেন। তোরা পড় হেঁকেই, নিজের সন্তানের জন্য প্রশ্ন, হোমটাক্স তৈরি করছেন। অর্থাত অভিযোগ সব পক্ষের। অভিযোগের যথেষ্ট ভিত্তি আছে, সত্যতাও উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। শেষ ফল এটাই- স্কুলে ছেলে নেই কিন্ত ক্লাবে আছে। যদি ক্লাবঘর গুলোও ফাঁকা থাকত তাহলে কথা এই পর্যন্ত থাকত- রাজ্য সরকারি স্কুল বন্ধ অথচ দিল্লি বোর্ডের স্কুল খোলা। বেসরকারি স্কুল খোলা। ক্লাস বনাম ক্লাব প্রসঙ্গতো আমরা এড়িয়ে যেতে পারিনা। যে ছেলেটা কাল পর্যন্ত স্কুল গেলনা, নাম লেখানো ছিল মাত্র সেই কিন্ত একটু পাকা হতেই ক্লাবে যাচ্ছে। সেই আবার বাঙালিয়ানা নিয়ে লেকচার দিচ্ছে। সেই হয়ত চাটুকারের মত বলবে স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা চলবে না। তৃণমূল আমলেই গড়ে উঠেছে ক্লাব সমন্বয় কমিটি, যারা বেচাল রাজনৈতিক সামাজিক বিন্যাসে আওয়াজ তোলে। মজার কথা, তারা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্কার বিরুদ্ধে খুব চটে যায়। কিন্ত তার পাড়ার স্কুলে যে শিক্ষক গিয়ে মাছি তাড়ায়। শিক্ষক যে আসে যায় আর হাজার হাজার টাকা মাইনে পায়। শিক্ষকও মাঝে মাঝে ক্লাবে আসে কিনা তাই ফাঁকা ক্লাসরুমের বিষয়টা ঠিক শ্লোগান হয়না। যে স্কুলটা বন্ধ বা টিমটিম করে চলছে, সেই নীল সাদা স্কুল বিলডিং এর সামনে আজ যুবসাথীর ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। সেই ফর্ম আনতে উপচে পড়ছে ভিড়। ওটাই রাজনৈতিক সাফল্য। কারণ একটা রাজনৈতিক দল ধরেই নিচ্ছে যত বেশী স্কুলটা ফাঁকা থাকবে ততো জমজমাট হবে যুবসাথীর লাইন। ততো বেশী যুব ভোটার সংগঠিত করা যাবে। বিষয়টা এখনও যদি রাজনৈতিক ভাবনাতেই আটকে থাকে তাহলে বলতেই হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্বেগ আছেন ভাবনা জুড়ে।

যুবসাথীর লাইন কিন্ত পরের ভোটে থাকবে না। কিন্ত যে ক্লাস রুম গুলো আজ ফাঁকা হচ্ছে তার জন্য কাল পস্তাতে হবে। মমতা ব্যানার্জি বিরোধী নেত্রী থাকার সময় খুচরো ব্যবসাতে বৃহৎ পুঁজির বিরোধিতা করেছেন। সেই বিরোধিতায় বামপন্থীরা বিভ্রান্ত হয়েছিল সেদিন। কংগ্রেস তখন কেন্দ্রীয় ক্ষমতায়। বামপন্থীদের একাংশ মমতার বিরোধ পক্রিয়াতে নিজেদের ভাষা খুঁজে পেয়েছিল। নিজের রাজনৈতিক শক্তি বাড়াতে সেদিন ওই ভূমিকায় তিনি কিন্ত আজ শাসকের দায়িত্ব যে এইভাবে এড়িয়ে যাবেন তা কে ভেবেছিল! মাওবাদ দমনের ক্রেডিট যদি উনি একাই নিতে পারেন তাহলে সরকারি স্কুল পুনরুজ্জীবিত করার ক্রেডিট কেন তীব্র কৃশতায় দাঁড়িয়ে? যেখানে স্কুল ব্যবস্থার এমন হাল সেখানে পলকে পলকে লয়। সেখানে বিরোধ করলেই তা শত্রুতা। প্রশ্ন উঠলেই তা মতের অসাধ্য ব্যায়াম। যুবসাথী ক্লাব এবং ক্লাসঘর যখন সংখ্যা সামঞ্জস্যের প্রশ্ন ধরে তখন বুঝতে হবে অনিয়ম তার জুড়িহীন তালে চলছে

যান্ত্রিকতার ধূসর ক্যানভাসে রঙিন বসন্তের খোঁজ

শুভজিৎ বসাক

ঐতিহাসিকভাবে দোল উৎসব ছিল কৃষিভিত্তিক সমাজের মেলবন্ধনের প্রতীক। প্রাচীন ভারতের 'মদন উৎসব' থেকে মধ্যযুগের শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত দোলযাত্রা; উদ্দেশ্য ছিল একটাই, প্রকৃতির পুনর্জন্মের সঙ্গে মানুষের অন্তরের বিষাদকে ধুয়ে ফেলা। আঠারো এবং উনিশ শতকের গ্রামীণ বাংলাতেও এই উৎসব সামাজিক দূরত্বের দেওয়াল ভেঙে দিত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশ্বায়ন এবং অতি-ব্যক্তিবাদী মানসিকতা উৎসবের সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছে। আমরা এখন উৎসব পালন করি 'সোশ্যাল মিডিয়া' ফিড সাজানোর তাগিদে, হৃদয়ের গভীর থেকে একে অপরকে জড়িয়ে ধরার জন্য নয়।

যান্ত্রিক সভ্যতার ধূসর ক্যানভাসে আজ রঙের উৎসব অনেকটাই যেন বিভিন্ন আঙ্গিকে ম্লান হয়ে পড়ছে। প্রকৃতি যখন পলাশ আর শিমুলের রাঙা সাজে সেজে ওঠে, তখন আমাদের চারপাশের যান্ত্রিক বাস্তবতায় বিভিন্ন স্তরে এক গভীর বিষণ্ণতার ছায়া দীর্ঘতর হয়। দোল বা হোলি মানেই তো হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের লগ্ন, যেখানে আবিরের প্রতিটি রেণু মানুষের ভেদাভেদ মুছে দেওয়ার কথা। কিন্তু আধুনিক জীবনের কর্কশ চাকা আমাদের শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়কে এতটাই পিষ্ট করছে যে, নিজস্বতা মুছে অকৃত্রিম আনন্দ আজ কেবল ক্যালেন্ডারের পাতায় বন্দি। ঐতিহাসিক বিবর্তন, পরিসংখ্যান এবং বর্তমান সামাজিক সংঘাতের প্রেক্ষাপটে দাঁড়ালে দেখা যায়, আমাদের জীবন থেকে 'রঙ' আজ ক্রমশ এক অলীক বিলাসিতায় পরিণত হচ্ছে।

ঐতিহাসিকভাবে দোল উৎসব ছিল কৃষিভিত্তিক সমাজের মেলবন্ধনের প্রতীক। প্রাচীন ভারতের 'মদন উৎসব' থেকে মধ্যযুগের শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত দোলযাত্রা; উদ্দেশ্য ছিল একটাই, প্রকৃতির পুনর্জন্মের সঙ্গে মানুষের অন্তরের বিষাদকে ধুয়ে ফেলা। আঠারো এবং উনিশ শতকের গ্রামীণ বাংলাতেও এই উৎসব সামাজিক দূরত্বের দেওয়াল ভেঙে দিত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশ্বায়ন এবং অতি-ব্যক্তিবাদী মানসিকতা উৎসবের সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছে। আমরা এখন উৎসব পালন করি 'সোশ্যাল মিডিয়া' ফিড সাজানোর তাগিদে, হৃদয়ের গভীর থেকে একে অপরকে জড়িয়ে ধরার জন্য নয়।

বর্তমানে এই বর্ণহীনতার মূলে সবথেকে বড় ঘাতক হলো করপোরেট সংস্কৃতির প্রবল চাপ। আধুনিক কর্মজীবন মানুষকে এক অন্তহীন ইঁদুর দৌড়ে শামিল করেছে। পরিসংখ্যান বলছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একজন করপোরেট কর্মী গড়ে দিনে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করে। একটি সাম্প্রতিক বৈশ্বিক রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রায় ৭৪ শতাংশ চাকুরিজীবী 'বার্নআউট' বা চরম মানসিক অবসাদের শিকার। যখন একজন মানুষের মস্তিষ্ক সারাক্ষণ ডেডলাইন, টার্গেট আর পারফরম্যান্স গ্রাফের চাপে পিষ্ট হয়, তখন তার কাছে বসন্তের আবির কেবল সাধারণ ধূলিকণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যান্ত্রিকতা আমাদের সৃজনশীলতাকে প্রায় ৪৫ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে, যার ফলে উৎসবের রঙিন মুহূর্তগুলোকেও আমরা এখন 'সময়ের অপচয়' হিসেবে দেখতে শুরু করেছি।

কৈশোরের চিত্রটি আরও উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে। আজকের কিশোর-কিশোরীরা পড়াশোনার চাপ আর ইঁদুর দৌড়ে এতটাই মগ্ন যে, তাদের শৈশব আজ চার দেওয়ালের মাঝে বন্দি। বিভিন্ন সমীক্ষা মতে, গত ১৫ বছরে শিশুদের মাঠে খেলার প্রবণতা প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তাদের কাছে 'রঙ' মানে এখন ভিডিও গেমের পিক্সেল। যেখানে ১৬ বছর বয়সে মুক্ত বাতাসে আবির খেলার কথা, সেখানে তারা কাচ-ঘেরা কোচিং সেন্টারে প্রতিযোগিতার নীল বিষে নীল হয়ে যাচ্ছে। এই রিক্ততা তাদের পরিণত বয়সে এক ভয়াবহ মানসিক শূন্যতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান সামাজিক অসহিষ্ণুতা। যে উৎসবের মূলমন্ত্র ছিল বিভেদ ভুলে যাওয়া, আজ সেই সমাজই ধর্ম, বর্ণ এবং রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে খণ্ডিত। সাম্প্রতিক এক সামাজিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গত এক দশকে সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীগত অসহিষ্ণুতার হার প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিভাজন মানুষের মনে একে অপরের প্রতি গভীর অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। মানুষ এখন নিজের গণ্ডির বাইরে রঙ খেলতে যেতেও কুণ্ঠিত বোধ করে। সহিংসতার এই চোরাস্রোত উৎসবের স্বতঃস্ফূর্ততাকে গিলে ফেলেছে। যখন খবরের কাগজে প্রতিদিন ঘৃণার খবর প্রকাশিত হয়, তখন রঙের থালা হাতে হাসাটা অনেকের কাছেই এক প্রকার অপরাধবোধের মতো মনে হয়।

অন্যদিকে, বার্ধক্যের জীবন যেন এক নিঃশব্দ হাহাকার। ভারতে যেখানে যৌথ পরিবার ছিল সংস্কৃতির মেরুদণ্ড, সেখানে এখন প্রায় ৩৫ শতাংশ প্রবীণ নাগরিক চরম একাকীত্বে ভোগেন। শহরের উঁচু তলার ফ্ল্যাটে বন্দি প্রবীণদের কাছে দোল এখন কেবল টেলিভিশনের পর্দায় দেখা কিছু রঙিন ছবি। তাদের জীবনের প্রায় ২০ শতাংশ সময় কাটে নিঃসঙ্গতায়, যা তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটায়। যে হাতগুলো একসময় নাতি-নাতনিদের গালে আবির মাখিয়ে দিত, আজ সেই হাতগুলো কেবল ওষুধ আর জলের গ্লাস ধরে রাখতেই ব্যস্ত।

তবে কি এই ধূসরতা থেকে ফেরার কোনো পথ নেই? সমাজতত্ত্বের পরিভাষায়, অবশ্যই আছে। সেখানের যুক্তি মতে, চরম যান্ত্রিকতার পরেই মানুষ আবার তার শিকড়ের টানে ফিরতে চায়। এই বিবর্ণতা কাটানোর চাবিকাঠি আমাদের মানবিক বোধের পুনর্জাগরণে লুকিয়ে আছে। আমাদের বুঝতে হবে যে, জীবনের আসল রঙ কোনো রাসায়নিক গুঁড়োয় নেই, তা আছে নিঃস্বার্থ ভালোবাসায়। পেশাগত চাপ থাকবেই, কিন্তু তার মাঝেও অন্তত ১৫ শতাংশ সময় সৃজনশীল ও সামাজিক কাজে বরাদ্দ রাখা জরুরি। কিশোরদের শৈশব ফিরিয়ে দিতে হবে এবং প্রবীণদের নিঃসঙ্গতা দূর করতে আমাদের আরও সংবেদনশীল হতে হবে।

রঙের এই উৎসবে কেবল শরীরের আবরণ নয়, বরং মন থেকে ঘৃণা, বিভেদ আর ক্লান্তির ধূসরতা মুছে ফেলাই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। পরিসংখ্যানের নিস্প্রাণ সংখ্যাগুলোকে ছাপিয়ে মানুষের প্রাণখোলা হাসির শব্দই এখন সমাজ গঠনের মূল শক্তি। সমাজ কেবল একটি প্রতিযোগিতামূলক ইঁদুর দৌড়ের মাঠ নয়, বরং এটি একটি বিশাল ক্যানভাস; যেখানে অন্ধ প্রতিযোগিতার কালো রঙ কমিয়ে সহানুভূতি, সহনশীলতা আর ভালোবাসার রামধনু আঁকা আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

দিনশেষে মানুষের তৈরি কৃত্রিম দেওয়ালগুলো সম্প্রীতির প্লাবনে ভেঙে পড়লে তবেই আমাদের জীবন বসন্তের মতো অর্থবহ, প্রাণবন্ত এবং চির-রঙিন হয়ে উঠবে।

চর্চাবাসর ১৫

বাংলা শব্দ 'চন্দ্রগ্রহণ' সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত একটি যৌগিক শব্দ, যা দুটি স্বতন্ত্র শব্দকে একত্রিত করে যা চন্দ্রগ্রহণের জ্যোতির্বিদ্যাগত ঘটনা বর্ণনা করে। চন্দ্র (চন্দ্র) সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'চাঁদ'। গ্রহন (গ্রহণ) সংস্কৃত মূল শব্দ গ্রহ (গ্রহ) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'ধরে নেওয়া,' 'গ্রহণ করা,' 'ধরা', অথবা 'গিলে ফেলা'।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চূড়ান্ত খসড়া তালিকায় নাম নেই আউশগ্রামের প্রায় ২০ জন আদিবাসীর

‘ডিলিট’ লেখায় আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, আর তার আগেই আউশগ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত চূড়ান্ত খসড়া তালিকায় নাম নেই আউশগ্রাম ২ নং ব্লকের প্রায় ২০ জন আদিবাসী ভোটারের। তালিকায় নিজেদের নামের পাশে ‘ডিলিট’ লেখা দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। মঙ্গলবার এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং প্রতিকারের আশায় আউশগ্রাম ২ নং ব্লকের ‘ওয়ার রুমে’ ভিড় জমান ভুক্তভোগী ভোটাররা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আউশগ্রামের ওই আদিবাসী পরিবারগুলি দীর্ঘকাল ধরেই এই এলাকায় বসবাস করছেন এবং নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছেন। কিন্তু সম্প্রতি ভোটার তালিকার খসড়া সংশোধনী প্রকাশ হতেই দেখা যায়, ওই ২০ জন ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তালিকায় নামের পাশে লাল কালিতে ‘ডিলিট’ শব্দটা দেখে হড়পা বাণ আসার মতো অবস্থা হয় তাঁদের। ভোটারদের অভিযোগ, কোনও আগাম নোটিশ বা তথ্য ছাড়াই তাঁদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ঘটনার খবর পেয়েই সরজমিনে খতিয়ে দেখতে আউশগ্রাম ২নং ব্লকের ওয়ার রুমে উপস্থিত হন ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালন। তিনি নিজে কম্পিউটারের রেকর্ড এবং খসড়া তালিকা পরীক্ষা করে দেখেন। ভোটারদের এই হয়রানি দেখে তিনি ক্ষোভ উগরে দেন।

মেমারিতে আরও ২১ জনের হাতে সিএএ সার্টিফিকেট!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এসআইআরের আবহে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে আরও ২১ জনের হাতে তুলে দেওয়া হল সিএএ সার্টিফিকেট। মেমারি থানার অন্তর্গত পারিজাত নগর এলাকায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপভোক্তাদের হাতে নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, সিএএ বা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ২০১৯ হল এমন একটি আইন, যার মাধ্যমে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুদের জন্য ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার একটি ত্বরান্বিত পথ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় যোগ্য আবেদনকারীরা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিকত্বের শংসাপত্র পান। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এসআইআরের কারণে যাঁদের নাম বিভিন্ন তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল বা নাগরিকত্ব সংক্রান্ত অনিশ্চয়তায় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সিএএ-এর মাধ্যমে নাগরিকত্বের সুযোগ পাচ্ছেন। এদিন পারিজাত নগরে ২১ জন আবেদনকারীর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্টিফিকেট তুলে

দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হরিদাস মণ্ডল। তিনি বলেন, ‘উদ্বাস্তু হিন্দুদের কোনও চিন্তার কারণ নেই। সিএএ-এর মাধ্যমে তাঁরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন। সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে।’ যাঁরা এদিন সার্টিফিকেট পেলেন, তাঁদের মুখে ছিল স্বস্তি ও আনন্দের ছাপ। বহুদিনের অপেক্ষার পর সরকারি স্বীকৃতি মেলায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা খুশি বলে জানান। এলাকার বাসিন্দাদের একাংশও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, আইন অনুযায়ী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই ধাপে ধাপে যোগ্য আবেদনকারীদের হাতে নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম ভোটারের নামই বাদ!

জামালপুরে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ব্রাত্য খোদ স্বাধীনতা সংগ্রামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে যাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে থাকা উচিত ছিল, আজ প্রশাসনের নথিতে তিনিই ব্রাত্য। জামালপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩২ বিঘা গ্রামের বাসিন্দা, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শেখ ইব্রাহিমকে ঘিরে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এল। প্রকাশিত চূড়ান্ত খসড়া তালিকায় নাম নেই স্বাধীন ভারতের প্রথম সারির এই ভোটারের। এই ঘটনায় জামালপুর জুড়ে বইছে ক্ষোভের হাওয়া।

শেখ ইব্রাহিম (স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশের প্রথম দিককার ভোটার)। তাঁর অবদান, মহাত্মা গান্ধীর ডাকে ‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে’ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলকাতার রাজপথে লড়াই করেছিলেন তিনি। বিচারে থাকা ব্যক্তিদের তালিকায় এসআইআরে তাঁর নাম ওঠায় এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বিষয়টি নিয়ে আগেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এরপর আধিকারিকরা খোদ ইব্রাহিম সাহেবের বাড়ি গিয়ে তাঁর ‘হিয়ারিং’ বা শুনানি পর্ব সম্পন্ন করেছিলেন। পরিবারের আশা ছিল, শুনানির পর সমস্ত জটিলতা কেটে যাবে এবং সসম্মানে তাঁর নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রকাশিত হতেই দেখা যায়, সেখানে ঠাঁই হয়নি এই বীর সেনানির।

‘যিনি দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ নিজের দেশেই তাঁর পরিচয় প্রশ্নের মুখে। আধিকারিকরা বাড়িতে এসে দেখে যাওয়ার পরেও কেন তালিকায় নাম উঠল না, তার জবাব চাই।’ জামালপুরের ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের দাবি, এটি কেবল একটি যান্ত্রিক ত্রুটি নয়, বরং একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি চরম অসম্মান। যেখানে সরকারি স্তরে দেশপ্রেম এবং ঐতিহ্যের কথা বলা হয়, সেখানে শেখ ইব্রাহিমের মতো মানুষের নাম বাদ পড়া প্রশাসনের গাফিলতিকেই বড় করে দেখাচ্ছে। বর্তমানে ৩২ বিঘা গ্রামের মানুষের মনে এখন একটাই প্রশ্ন, প্রশাসন কি এই ভুল সংশোধন করে এই প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দেবে?

হিন্দমোটরে বসন্ত উৎসব উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বসন্ত উৎসব হস্তশিল্প মেলা উপলক্ষে হিন্দমোটরে নয় দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে বসন্ত উৎসব ও হস্তশিল্প মেলা। হিন্দমোটরের দেবাই পকুরের সন্নিহিত মন্দিরের পাশে চলছে এই মেলা। উৎসব পরিচালনায় হিন্দমোটর সংস্কৃতি মঞ্চ পরিচালনায় দেবিকা ঘোষ পল্টু ঘোষ ও সদস্যবৃন্দ উদ্বোধন করেন এলাকার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক আরণ্যক বসু, পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, সিআইসি সুব্রত মুখার্জি জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মৌসুমী বসু চ্যাটার্জি-সহ বেশ কিছু কাউন্সিলর। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন সাংসদ, সাহিত্যিক ও চেয়ারম্যান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি, সাহিত্যিক আরণ্যক বসু, পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। সম্বর্ধনা দেওয়া হয় দুইজন সাংবাদিক রঞ্জন বসু ও সাংবাদিক বনস্পতি দেকে। এই অনুষ্ঠানটি এবার ১১তম বর্ষে পড়ল অনুষ্ঠানের। সঞ্চালনা করেন পল্লব বিষ্ণু। এছাড়া বিভিন্ন দলের বসন্ত উৎসব উপলক্ষে নৃত্য পরিবেশন করেন শিশু শিল্পীরা ও নৃত্যশিল্পীরা এছাড়া আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন করা হয়। এদিন কোনও একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুষ্ঠানে সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি ভর্ৎসনা করেন একজন পুরমাতাকে।

গোঘাটে অ্যাম্বুল্যান্স না-মেলায় প্রশ্নের মুখে পঞ্চায়েত প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে অ্যাম্বুল্যান্স পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অথচ সময় মতো অ্যাম্বুল্যান্স না পেয়ে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছে সাধারণ মানুষ। স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসন নিরব। এই ঘটনা দেখা যাচ্ছে, গোঘাট ২ নম্বর ব্লকের হাজিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। অ্যাম্বুল্যান্স আছে কিন্তু সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে না। এখ নেই রহস্য দানা বাঁধছে। মারা যাচ্ছে সাধারণ মানুষ। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ জমা হয়েছে। তাঁরা দুর্ঘটনা ঘটলেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন পুলিশকে ঘিরে। অথচ নিরুপায় পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হাজিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্স বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাঁকে মেরামত করে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়া মতো কোনও ব্যবস্থা করেনি স্থানীয় পঞ্চায়েত। এই জন্য ওই এলাকার মানুষ বিপদের সময় সঠিক সময়ে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বহু মানুষ মারা পর্যন্ত যাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, গোঘাটের করপুকুর এলাকায় ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় মারা যান দুই জন তরতাজা যুবক। অভিযোগ, সময় মতো অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছাতে না পারার জন্য এই ঘটনা ঘটে। সঠিক সময় যদি অ্যাম্বুল্যান্স মিলতো তাহলে হয়তো ওই দুটি যুবকের চিকিৎসা করা যেত। কিন্তু সেই সময় পাওয়া যায়নি। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করতে সময় লাগে। গোঘাট থানা থেকে অ্যাম্বুল্যান্স যাওয়ার পর তবেই আহত নিহতদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গোঘাট থানার একটিমাত্র অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। ওই অ্যাম্বুল্যান্সের উপর পুরো গোঘাট বিধানসভা নির্বাচন হয়ে পড়েছে। অথচ হাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মাত্র দুই তিন কিলোমিটারের মধ্যেই করপুকুর এলাকা। যদি পঞ্চায়েত অফিসের অ্যাম্বুল্যান্সেগুলি সক্রিয় থাকতো তাহলে হয়তো পথদুর্ঘটনার ফলাফল অন্য হতে পারত। বিকল অ্যাম্বুল্যান্সগুলি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে

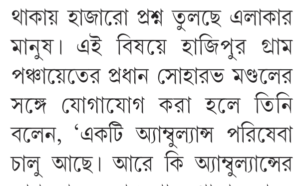

থাকায় হাজারো প্রশ্ন তুলছে এলাকার মানুষ। এই বিষয়ে হাজিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোহারভ মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘একটি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু আছে। আরে কি অ্যাম্বুল্যান্সের কাগজপত্রের গণ্ডগোল থাকায় পড়ে রয়েছে। তবে ওই অ্যাম্বুল্যান্সটি দ্রুত চালু করা ব্যবস্থা করা হচ্ছে।’ অপরদিকে হাজিপুরের বাসিন্দা রমেন চক্রবর্তী বলেন, ‘অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা থেকে বহু মানুষ বঞ্চিত হয়ে আছে। মাত্র একটা অ্যাম্বুল্যান্স কি সারা অঞ্চলে পরিষেবা দিতে পারে? ওটাও তো সব সময় পাওয়া যায় না। তাই এলাকায় অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সচল রাখতে হবে।’ সবমিলিয়ে অ্যাম্বুলেন্স থাকলেও পরিষেবা পাচ্ছে না হাজিপুর এলাকার মানুষ। আর এই নিয়েই শুরু হয়েছে চাপা ক্ষোভ।

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২, কলকাতা**
‘জীবনদীপ বিল্ডিং’, ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: সুব্রত সাহা, ইমেল আইডি: clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭

পরিশিষ্ট-৪-এ

[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) বন্দোবস্ত অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৩.০৩.২০২৬

সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **বাস্তবিক দখলীকৃত ২৩.০৩.২০২৬** তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’** এবং **‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩৮,৭২,০০,০০০ টাকা (আটত্রিশ কোটি বাহাত্তর লক্ষ টাকা মাত্র) এবং ৩১.০৩.২০১২ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ক রা হবে ঋণগ্রহীতা **কে কে এন রাইস মিল প্রাঃ লিঃ, রেজিস্টার্ড অফিস** - ৬০বি, চৌরঙ্গি রোড, মুখার্জি এস্টেট, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০২০ এবং **জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী কৌশিক কুমার নাথ,** ঠিকানা- ৬৬২, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯ **(খ) শ্রীমতী মনীষা নাথ,** ঠিকানা- ৬৬২, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯ -এর কাছ থেকে।

সম্পত্তি পর্যবেক্ষণে তারিখ এবং সময় : **তারিখ : ১১.০৩.২০২৬ এবং ১৪.০৩.২০২৬ সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত।**

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ, যদি কিছু থাকে, স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তির বিস্তারিত : ফ্ল্যাট নং ২/এ (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে), পরিমাপ ৬৬০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), ৩য় তল, ভবনের নাম **“শ্রীমা”**, ৯৫৮, পূর্বাচল রোড, ওয়ার্ড নং ১০৬, থানা কসবা, কলকাতা-৭০০০৭৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।	১৬,০০,০০০.০০ টাকা	১,৬০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ: ১০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০ -তে।

তারিখ: ০৫.০৩.২০২৬
স্থান: কলকাতা

কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস: কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০ ০০১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, গার্ডেন রিচ শাখার জন্য প্রেমিসেস লিজ নেওয়ার জন্য নোটিশ আহ্বায়ক টেন্ডার

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, একটি পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক, **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কলকাতা শহরের গার্ডেন রিচ এলাকায়** শাখা স্থাপনের জন্য **১১০০ বর্গফুট থেকে ১২০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া** (পছন্দসই গ্রাউন্ডফ্লোরে এবং ন্যূনতম পার্কিং সুবিধাসহ) এবং **এটিএম-এর জন্য প্রায় ১০০ বর্গফুট** জায়গার অফিস প্রেমিসেস মালিকদের (তৈরি প্রেমিসেস বা নির্মাণাধীন প্রেমিসেস) কাছ থেকে **১৫ বছরের** লিজ মেয়াদের ভিত্তিতে ২-বিড সিস্টেমে (টেকনিক্যাল এবং ফিন্যান্সিয়াল বিড) দরপত্র আহ্বান করছে।

দরপত্র বা টেন্ডার ফর্মগুলি নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে **০৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.০০টা থেকে ২৩.০৩.২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে। এর জন্য ‘ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক’-এর অনুকূলে ডিডি -এর মাধ্যমে ২৫০.০০ টাকা (অফেরতযোগ্য) প্রদান করতে হবে।** বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **২৩.০৩.২০২৬ বিকাল ৫.০০টা।** দরপত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ওয়েবসাইট **www.indianbank.in** থেকে পাওয়া যাবে।

ব্যাঙ্ক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

স্বা/- জোনাল ম্যানেজার (এজিএম)
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস: কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
আরামবাগ শাখা
লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ
পিন-৭১২৬০১

ডিমান্ড নোটিশ

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ -এর সেকশন ১৩ (২) -এর অধীনে নোটিশ

১. **শ্রী সুশান্ত ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)**
পিতা- আনন্দ ঘোষ, গ্রাম- মধুবটী, কামারপুকুর চটির নিকট, পোঃ - শ্রীপুর, থানা - গোঘাট, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৬১২।

২. **শ্রী শশাঙ্ক ঘোষ (গ্যারান্টার)**
গ্রাম- সিহর, পোঃ - সিহর, থানা - কোতুলপুর, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২২১৬১

৩. **শ্রীমতী বর্ণালী ঘোষ (গ্যারান্টার)**
স্বামী- শ্রী সুশান্ত ঘোষ, গ্রাম- মধুবটী, কামারপুকুর চটির নিকট, পোঃ - শ্রীপুর, থানা - গোঘাট, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৬১২

৪. **মেসার্স বেতবনী রাইস মিল প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট গ্যারান্টার)**
প্রতিনিধিত্বকারী ডিরেক্টরগণ - শ্রী সুশান্ত ঘোষ (ডিরেক্টর), শ্রী সুজন হাজরা (ডিরেক্টর), শ্রী তাপস রায় (ডিরেক্টর)
রেজিস্টার্ড অফিস: গ্রাম- মধুবটী, পোঃ- শ্রীপুর, থানা- গোঘাট, হুগলী, পিন - ৭১২৬১২ ইউনিট ঠিকানা- গ্রাম - বেতবনী, পোঃ - মান্দারণ, থানা - গোঘাট, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৬১২

বিষয়: সুশান্ত ঘোষের নামে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (তৎকালীন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), আরামবাগ শাখায় আপনার (১) ওসিসি লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর ৫০২২৯৬৭৭৫৯ এবং (২) জিইসিএলএস-১.০-ইএক্সটিএন. টিএল অ্যাকাউন্ট নম্বর ৭১১২০৬০৪৬৩

আপনারা প্রথমজন হলেন বন্ধকদাতা/ঋণগ্রহীতা। আপনারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় জন ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদানকারী গ্যারান্টার এবং চতুর্থজন হলেন কর্পোরেট গ্যারান্টি প্রদানকারী কর্পোরেট গ্যারান্টার।

আপনাদের প্রথম জনের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং প্রথম জন তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার ধরণ	অ্যাকাউন্ট নম্বর	সীমা
ওসিসি লোন	৫০২২৯৬৭৭৫৯	১০০,০০,০০০.০০ টাকা
জিইসিএলএস ১.০-এক্সটিএন টিএল	৭১১২০৬০৪৬৩	২২,০৫,০০০.০০ টাকা
মোট		১,২২,০৫,০০০.০০ টাকা

আপনারা সকলে উক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি সম্পাদন করেছেন।

সুবিধার ধরণ	নথিপত্রের ধরন
ওসিসি লোন	আবেদনপত্র, মঞ্জুরিপত্র প্রাপ্তি স্বীকার, ডিমান্ড প্রমিসরি নোট, হাইপোথেকেশন চুক্তি, ঋণপত্র, ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতার ঘোষণা, গ্যারান্টি চুক্তি এবং স্বত্বদলিল জমাকরণ নিশ্চিতকরণ।
জিইসিএলএস ১.০-এক্সটিএন টিএল	আবেদনপত্র, মঞ্জুরিপত্র প্রাপ্তি স্বীকার, ডিমান্ড প্রমিসরি নোট, হাইপোথেকেশন চুক্তি, ঋণপত্র, ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতার ঘোষণা, গ্যারান্টি চুক্তি এবং বন্ধকী সম্পত্তির সম্প্রসারণ।

উক্ত ঋণসমূহের পরিশোধ সুনিশ্চিত করা হয়েছে **গ্রাম- মধুবটী, পোঃ - শ্রীপুর, থানা - গোঘাট, হুগলি, পিন - ৭১২৬১২ এবং গ্রাম - মদনমোহনপুর, পোঃ - কান্তালি, থানা - গোঘাট, হুগলি- ৭১২৬১৪** -এ অবস্থিত সম্পত্তির বন্ধক/হাইপোথেকেশন এবং **গ্রাম - মধুবটী, পোঃ - শ্রীপুর, থানা - গোঘাট, জেলা - হুগলি, ৭১২৬১২** -এ অবস্থিত স্থায়ী সম্পদ/মজুদ পণ্য/অস্থাবর সম্পত্তির দ্বারা, যা আপনাদের মধ্যে প্রথম জনের মালিকানাধীন এবং নিচে তফশিলে বর্ণিত হয়েছে। সুদসহ অর্থ প্রদানের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও; আপনারা সকলে এবং আপনাদের প্রত্যেকে যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সম্পদ শ্রেণীকরণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা/নীতিমালা অনুযায়ী ২৬/০২/২০২৬ তারিখ থেকে ঋণের অ্যাকাউন্টটি **অ-কার্যকরী সম্পদ (এনপিএ)** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আপনাদের দেয় বকেয়া পাওনার পরিমাণ নিচে দেওয়া হল:

সুবিধার ধরণ	অ্যাকাউন্ট নম্বর	০৪/০৩/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া
ওসিসি লোন	৫০২২৯৬৭৭৫৯	১,০২,৬৯,৬০৬.০০ টাকা
জিইসিএলএস ১.০-এক্সটিএন টিএল	৭১১২০৬০৪৬৩	৬,৫৫,২৮৫.০০ টাকা
মোট		১,০৯,২৪,৮৯১.০০ টাকা

০৪/০৩/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত উল্লিখিত **১,০৯,২৪,৮৯১.০০ (টাকায় এক কোটি নয় লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশত একানব্বই মাত্র)** টাকা বকেয়া এবং উক্ত টাকার ওপর **০৫/০৩/২০২৬** তারিখ থেকে ঋণ পরিশোধের দিন পর্যন্ত সম্মত হারে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং খরচাদি যুক্ত হবে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে ‘ঋণগ্রহীতা’ বলতে এমন যে কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে ব্যাঙ্ক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে অথবা যিনি গ্যারান্টি দিয়েছেন বা ব্যাঙ্কের দেওয়া উক্ত আর্থিক সহায়তার জামানত হিসেবে কোনো বন্ধক বা চার্জ তৈরি করেছেন।

অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে এতদ্বারা ০৪/০৩/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া **১,০৯,২৪,৮৯১.০০ টাকা (এক কোটি নয় লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশত একানব্বই টাকা মাত্র) এবং তার ওপর ০৫/০৩/২০২৬ তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে সুদ,** চার্জ ও খরচসহ এই নোটিশ জারির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, যা সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে জারি করা হয়েছে; অন্যথায় ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে আপনাদের আর কোনো প্রকার তথ্য না জানিয়েই জামানত সম্পত্তির ওপর অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনারা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনাদের সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা মেটাতে ব্যর্থ হন, তবে ব্যাঙ্ক তফশিলভুক্ত জামানত সম্পত্তির বিরুদ্ধে আইনের সেকশন ১৩(৪) অনুযায়ী তার অধিকার প্রয়োগ করবে।

এই নোটিশের ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবং দাবি পূরণে আপনাদের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আইনের সেকশন ১৩(১৩)-এর বিধান অনুযায়ী, ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পর তফশিলভুক্ত জামানত সম্পত্তি বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করা যাবে না।

উল্লেখ্য যে, ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করেই এই নোটিশটি আপনাদের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে।

আরও মনে রাখবেন যে, আউটস্ট্যান্ডিং বিল ডিসকাউন্টেড, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনাদের পক্ষে জারি করা লেটার অফ ক্রেডিট থেকে উদ্ভূত কোনো দায়বদ্ধতা বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায় মেটানোর জন্য ব্যাঙ্ক আপনাদের তলব করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

‘আমরা সারফায়েসি এক্ট এর সেকশন ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা জামানত সম্পত্তির ওপর আপনাদের মুক্ত করার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করে’।

নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করতে এবং পূর্বোক্ত সেকশন ১৩-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাঙ্কের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত আধিকারিক।

তফশিল

যে সম্পত্তির ওপর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ নিচে তালিকাভুক্ত করা হল:

বন্ধক রাখা সম্পত্তি :-

১. গ্রাম- মধুবটী, জে.এল. নং ৯১, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫০৬, দাগ নং ৭১২ -এর অন্তর্গত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ০৬ শতক জমি ও তদুপরি দালান বাড়ি, যাহা কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, গ্রাম- মধুবটী, পোঃ - শ্রীপুর, থানা - গোঘাট, জেলা - হুগলিতে অবস্থিত। এটি সুশান্ত ঘোষের নামে এ.ডি.এস.আর. গোঘাট অফিসে ২৪.১০.২০১১ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ২০১১ সালের ৪৯৮০ নম্বর বিক্রয় দলিল, বই নং আই, ভলিউম নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ৮৫৫ থেকে ৮৬৪ মূলে অন্তর্ভুক্ত।

সম্পত্তির **সীমানা:- উত্তর-** ৬' ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা। **পূর্ব-** মধুসূদন মণ্ডলের ফাঁকা জমি। **দক্ষিণ-** ১২ ফুট চওড়া কাঁচা মোরাম রাস্তা। **পশ্চিম-** পীযূষ হাজরার বাড়ি।

২. গ্রাম- মদনমোহনপুর, জে.এল. নং ৭৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৯৯, দাগ নং ৬৮৩-এর অন্তর্গত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ০৮ শতক ফাঁকা জমি, যাহা কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা - গোঘাট, জেলা - হুগলিতে অবস্থিত। এটি সুশান্ত ঘোষের নামে এ.ডি.এস.আর. গোঘাট অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২০০৭ সালের ৪১৬ নম্বর বিক্রয় দলিল, বই নং আই, ভলিউম নং ৮, পৃষ্ঠা নং ১৮৯ থেকে ১৯৮ মূলে অন্তর্ভুক্ত। **সম্পত্তির সীমানা:- উত্তর-** রাধাশ্যাম ব্যানার্জীর ফাঁকা জমি, দাগ নং ৬৮৪। **পূর্ব-** মানস ঘোষের ফাঁকা জমি, দাগ নং ৬৮৩। **দক্ষিণ-** ১০ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা। **পশ্চিম-** পীযূষ হাজরা এবং জয়দেব রায়ের ফাঁকা জমি, দাগ নং ৬৮৩।

***** সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ইতিপূর্বে জারি করা সকল নোটিশ (যদি থাকে) বাতিল বলে গণ্য করা হবে।**

তারিখ: ০৪.০৩.২০২৬, স্থান: আরামবাগ — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

SBI | **এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)**
২৩এ/ ৪৪ এক্স, তৃতীয় ফ্লোর,জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড,
কলকাতা-৭০০০৫৩, ই-মেল: sbi.17899@sbi.co.in

সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগনের নাম সহ ঠিকানা/শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ।	নোটিশের তারিখ এনপিএ এর তারিখ।	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী বাপ্পা রায়,** পিতা- মৃত সুধীর কুমার রায়, ১/৪৭, ব্রহ্মপুর শিব মন্দির রোড, পোঃ- ব্রহ্মপুর বটতলা, থানা- বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৯৬। **এ ছাড়াও- শ্রেয়সী অ্যাপার্টমেন্ট,** ৪র্থ ফ্লোর, ওয়ার্ড নং ১০০, নং ৪০০/বি/২এফ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, পোঃ- নাকতলা, থানা- নেতাজিনগর, কলকাতা- ৭০০০৪৭। **শ্রী সুব্রত কুমার রায়,** পিতা- মৃত সুধীর কুমার রায়, ১/৪৭, ব্রহ্মপুর শিব মন্দির রোড, পোঃ- ব্রহ্মপুর বটতলা, থানা- বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৯৬। টার্ম লোনসমূহ- এইচবিএল অ্যাকা. নং ৪১২৭০৬২৬০৯০, **এইচবিএল টপ আপ অ্যাকা. নং ৪১২৭০৮৩৬৪৭২, এইচবিএল টপ আপ অ্যাকা. নং ৪১৩০৭৯০৮৮৩৮। শাখা- এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা।**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। একটি **২বিএইচকে** ফ্ল্যাট যাতে ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা রয়েছে, যার পরিমাপ (সুপার বিল্ট-আপ) কমবেশি **১০০০ বর্গফুট;** যা ৪০০/বি/২এফ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা-৭০০৪৭ ঠিকানায় অবস্থিত ভবনের ৪র্থ ফ্লোরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এটি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০০ নং ওয়ার্ডের এক্তিয়ারভুক্ত। উক্ত প্রেমিসেসের তফসিল ‘ক’-তে বর্ণিত জমির ওপর অবিভক্ত আনুপাতিক অবিচ্ছেদ্য স্বার্থ বা অধিকার এবং তফসিল ‘গ’-তে বর্ণিত সমস্ত সাধারণ ব্যবহার্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের অধিকারসহ। হস্তান্তরযোগ্য উক্ত ফ্ল্যাটটি সংযুক্ত মানচিত্র বা প্ল্যানে লাল রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে যা এই দলিলের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। এটি পশ্চিমবঙ্গের আলিপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে বুক-আই, ভলিউম নম্বর ১৬০৫-২০১৬, পৃষ্ঠা ৯১৩৯৯ থেকে ৯১৪২৬, ২০১৯ সালের ১৬০৫০২৭৩৯ নম্বর দলিল হিসেবে নথিবদ্ধ।	১৩(২) ধারায় নোটিশের তারিখ ২৩.০২.২০২৬ এনপিএ হওয়ার তারিখ ০৯.০২.২০২৬	টার্ম লোনসমূহ- এইচবিএল অ্যাকা. নং ৪১২৭০৬২৬০৯০, **এইচবিএল টপ আপ অ্যাকা. নং ৪১২৭০৮৩৬৪৭২, এইচবিএল টপ আপ অ্যাকা. নং ৪১৩০৭৯০৮৮৩৮। ৪৫,২১,৩৭১/- টাকা** (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ একুশ হাজার তিনশ একাত্তর টাকা মাত্র) ০৯.০২.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী। আপনারা উপরিউক্ত রাশির ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রদান করতেও বাধ্য থাকবেন।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে।

সুরক্ষিত সম্পত্তির দায়মুক্ত হওয়ার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ: ০৫.০৩.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ

রেজিঃ অফিস : ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামসেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০ (কলকাতা শাখা): ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বি.বি.ডি. বাগ, রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, পিন- ৭০০০০১। মেল আইডি: kolkata@gichfindia.com
টেলিফোন নং ৯০০৭৯৫০৯১৮/৯৮৮৩০১৪০৮৩/৯৬৯৪০১৯৫০০, অনুমোদিত অফিসার : সুভাষ মান্না

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্ন স্বাক্ষরকারী, জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড (জিআইসিএইচএফএল)-এর অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহ সেকশন ১৩ (১২) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাদের কাছে তাঁদের বকেয়া টাকা পরিশোধ করার জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। কিন্তু, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, উপরোক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪) এবং ১৪ সহ রুল ৮ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল গ্রহণ করেছি।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম/ লোন ফাইল নং	সম্পত্তির ঠিকানা/ সম্পত্তির এলাকা (সুপার বিল্ট আপ স্কোয়ার ফুটে)	দাবি বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ	বাস্তবিক দখলের তারিখ	০২.০৩.২৬ তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া (মূল, সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ) (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	আশীষ চক্রবর্তী এবং সুনন্দা চক্রবর্তী WB0070610002046 (কলকাতা শাখা অফিস)	দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পর্ণশ্রী থানার অন্তর্গত এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১২৯ নং ওয়ার্ডের সীমার মধ্যে অবস্থিত মৌজা- বেহালা, পরগণা- বালিয়া, জে.এল. নং ২, আর.এস. নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, আর.এস. দাগ নং ৬৩৯৪ -এর অংশ বিশেষ এবং খতিয়ান নং ১০৮৯-এর অন্তর্ভুক্ত বর্তমানে ১৯৫৩ নং প্রেমিসেস, জয়রামপুর জালা রোড, কলকাতা- ৭০০০৬০ ঠিকানায় অবস্থিত একটি ভবনের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ফ্লোরে কমবেশি ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট সম্বলিত সম্পত্তির সকল। সম্পত্তির চতুঃসীমা হল:- উত্তর- কার গ্যারেজ এবং বহুতল ভবন, দক্ষিণ- সম্পত্তিতে প্রবেশের রাস্তা, পূর্ব- সত্যরঞ্জন রায়ের বাড়ি, পশ্চিম- অন্যান্য আবাসিক সম্পত্তি।	২০.০৭.২০২২	১২.১১.২০২৫	২৪৫০৩৯২	২০৪১২০০

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: ২০.০৩.২০২৬ ওয়েব-পোর্টাল (https://www.bankauctions.in) এ বিকাল ৩:০০ টা থেকে বিকাল ০৪:০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে টেন্ডার/সিল করা বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হয় অনলাইন মোডের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত জিআইসিএইচএফ অফিসে ১৯.০৩.২০২৬ তারিখে বিকেল ৫:০০ টার আগে।

উপরে উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তির ই-অকশন বিক্রয়ের জন্য এই পাবলিক নোটিশের পাশাপাশি (সারফায়েসি, আইন ২০০২ এবং এর অধীনে বিধিগুলির শর্তাবলীতে) জিআইসিএইচএফএল **“যেখানে যেমন আছে”** এবং **“যেমন আছে তেমন আছে”** ভিত্তিতে - উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি কেনার জন্য অনলাইন মোডে অথবা সিল করা কভারে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

অকশনে বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:-

১. ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেমন আছে তেমন আছে’, ‘ সেখানে যা কিছু আছে’ রিকোর্স ব্যতীত এবং ‘অনলাইনে’ পরিচালিত হবে। ই-অকশন জিআইসিএইচএফ অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী “মেসার্স. ৪ক্লোজার” এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

২. ইচ্ছুক দরদাতাদের পোর্টাল https://bankauctions.in -এ তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে/ এবং তাদের ব্যবহারকারী-আইডি এবং পাসওয়ার্ড বিনামূল্যে পাবে। সম্ভাব্য দরদাতা পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স.৪ ক্লোজার থেকে ই-অকশনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারে ঠিকানা: # ৬০৫ এ, ৭ম তল মৈত্রীভনম, আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩৮, তেলেঙ্গানা, অফিস ল্যান্ড লাইন নং- ০৪০-২৩৭৩৬৪০৫; ব্যাকএন্ড টিম: ৮১৪২০০০০৬৪ / ৬৬, শ্রী প্রকাশ prakash@bankauctions.in, যোগাযোগের বিশদ : ৯০০৭৯৫০৯১৮ / ৯৮৮৩০১৪০৮৩ / ৯৬৯৪০১৯৫০০

৩. ই-অকশন বিক্রয় সারফেইসি একট/রুল ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এখানে/ওয়েবসাইটের অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অফার/বিড নথির শর্তাবলী ইচ্ছুক/অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের জমা দিতে হবে।

৪. অনলাইন ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক দরদাতার নিজস্ব ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে।

৫. ইচ্ছুক দরদাতা জিআইসিএইচএফ-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে একজন যোগ্য দরপত্রদাতা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করলে, নথি জমা দিয়ে ই-অকশন বিডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তার লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা দরপত্রদাতার/অনলাইন দরদাতার নিজস্ব দায়িত্ব।

৬. উপরোক্ত সম্পত্তিটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।

৭. ইচ্ছুক দরদাতাদের উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ মূল্যের @ ১০% বায়না জমা (ইএমডি) দিতে হবে, ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি এর মাধ্যমে জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে। ব্যাঙ্কের বিশদ নিম্নরূপ: ব্যাঙ্কের নাম: ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাকাউন্ট নম্বর: 005111010000039 - অ্যাকাউন্ট নাম: জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লিঃ ই অকশন কালেকশন, শাখার নাম: এলসিবি, ফোর্ট ঠিকানা: ইউবিআই, ২৩৯ ব্যাকবে রিক্লামাটিও নরিমান পয়েন্ট মুম্বাই মহারাষ্ট্র পিনকোড ৪০০০২১। আইএফএসসি কোড - UBIN0800511

৮. উল্লিখিত ডিপোজিট/গুলি সফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ফেরত দেওয়া হবে। উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা/গুলি কোনো সুদ বহন করবে না।

৯. উপরোক্ত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সহ অফার/গুলি পোর্টাল https://bankauctions.in/ এর মাধ্যমে “অনলাইনে” জমা দেওয়া যেতে পারে এবং ইএমডি এবং প্যান কার্ড এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ কেওয়াইসি নথির স্ক্যান কপি, পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে বা বিড ফর্ম, ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সমন্বিত সিল করা কভার জমা দেওয়ার মাধ্যমে এবং ইএমডি জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখে বা তার আগে উপরে উল্লিখিত জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসগুলিতে পৌঁছাতে হবে।

১০. দরপত্র খোলার পর, যে সকল ইচ্ছুক দরদাতারা তাদের দরপত্র সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাখিল করেননি তাদের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হবে বিডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদিত অফিসারের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে।

১১. সফল দরদাতা/গণকে বিক্রয় মূল্যের পরিমাণের ২৫% জমা করতে হবে, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি সামঞ্জস্য করে, বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে, এতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসারকে সফল দরদাতাকে বাজেয়াপ্ত করার আর কোন নোটিশ দিতে হবে না।

১২. দরদাতারা “ক্যাভিট এম্পটর” (ক্রেতা সাবধান) নীতির দ্বারা আবদ্ধ এবং কোন দায়, সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া অর্থাৎ সম্পত্তি কর, আয়কর, আবগারি শুল্ক, শ্রম বকেয়া, বিদ্যুৎ এবং রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া ইত্যাদি, ফার্ম বা সুরক্ষিত সম্পদের খুঁজে পেতে তাদের নিজস্ব যথাযথ পরিশ্রম করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সফল দরদাতাকে সমস্ত বহির্গামী যেমন, পৌর কর, রক্ষণাবেক্ষণ/সোসাইটি চার্জ, বিদ্যুৎ চার্জ, জলের শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, (যদি প্রযোজ্য), যদি থাকে এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক চার্জ, সমস্ত বহির্গামী খরচ সহ বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য ব্যতীত।

১৩. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পদ তার নামে স্থানান্তরিত করতে বিক্রয় শংসাপত্রের উপর প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে, যেমন রেজিস্ট্রেশন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স, বা অন্য কোন প্রদেয় শুল্ক।

১৪. বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে এবং শুধুমাত্র সম্পূর্ণ/বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পরেই জারি করা হবে।

১৫. এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ই-অকশন বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতা/পারচেসার কে আনতে পারেন।

১৬. অনুরোধের ভিত্তিতে এবং অনুমোদিত অফিসারের সুবিধা অনুযায়ী উল্লিখিত সম্পত্তির পরিদর্শন করা যেতে পারে।

১৭. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ অফার বা যে কোন বা সকল অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোন কারণ না দেখিয়ে যেকোন বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

১৮. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির উপর মুলতুবি থাকা কোনও দায়ভারগুলির জন্য জিআইসিএইচএফএল দায়ী নয়। **“যেখানে যেমন আছে”, “যেমন আছে তেমন আছে”, “ সেখানে যা কিছু আছে” এবং রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে** সম্পত্তি অকশন করা হবে।

১৯. যদি ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদার বিক্রয় নিশ্চিত করার আগে জিআইসিএইচএফএল এর কাছে যান, চুক্তিভিত্তিক বকেয়া + খরচ + বিক্রয় ঘোষণার তারিখ থেকে ১৫% হারে সুদ + ক্রয় অর্থের ৫% (বিক্রয় পরবর্তী অর্থ সফল দরদাতাকে প্রদান করতে হবে) প্রদান করেন এবং বিক্রয় বাতিলের জন্য অনুরোধ করেন, তাহলে জিআইসিএইচএফএল পরিমাণ গ্রহণ করবে এবং বন্ধককারীর কাছে দখল হস্তান্তর করবে।

২০. সর্বোচ্চ দরদাতাকে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুসারে বিড পরিমাণের ২৫% (জমাকৃত বায়না জমা সহ সহ) অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে এবং বাকি ৭৫% দরমূল্য ১৫ দিন বা পক্ষগুলির (এও এবং সফল দরদাতা) মধ্যে সম্মতিক্রমে বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তবে, অনুমোদিত অফিসকে বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বিক্রয় শংসাপত্র নিশ্চিত করতে হবে এবং কোনও ক্ষেত্রেই বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে না। সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরেই বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে এবং বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে।

২১. সর্বনিম্ন দর বৃদ্ধির মূল্য ১০,০০০/- টাকা।

সরফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলী এবং সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ ক্লোজার এর ওয়েবসাইট এবং https://bankauctions.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

তারিখ : ০৫.০৩.২০২৬
স্থান: কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ -এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

সিউড়ি কলেজপাড়া রেনবো ক্লাবের উদ্যোগে বসন্ত উৎসবে প্রভাতফেরি 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও'....

সিউড়ি সেচ কলোনির অফিস সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হল ১৭তম বসন্ত বন্ধন উৎসব।

সিউড়িতে হোলির উৎসবে আবির হাতে জনসংযোগ অভিযান বিজেপির সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের।

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সিউড়িতে রাস্তায় আবির হাতে বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী।

বোলপুর কঙ্কালীতলায় কাঞ্চীদেশ উৎসব কমিটির পরিচালনায় দোলযাত্রা উপলক্ষে বসন্ত উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হককে সবুজ আবির দিয়ে বরণ।

সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে বসন্ত বন্ধন উৎসবে শহরের শিল্পীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

ভোটার তালিকা নিয়ে অসন্তুষ্ট সীমান্তবাসী

একাধিক পরিবারের উপযুক্ত নথি থাকা সত্ত্বেও নাম বাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বর্ডার স্লিপ, শরণার্থী কার্ড, পাসপোর্ট, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, মাধ্যমিক পাস সার্টিফিকেট-সহ একাধিক বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও এসআইআরের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ে একাধিক পরিবারের সদস্যদের। এমনকি দেখা যায়, বাবা ও মায়ের নাম রয়েছে তালিকায় অথচ তালিকা থেকে বাদ পরেছে ছেলে, মেয়েরা। একটি দুটি নয়, নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি কাজে এমন সমস্যায় পড়েছেন সীমান্ত এলাকার ৬টি পরিবারের প্রায় ১৮ জন ভোটার। ক্ষোভে আগুনে জ্বলছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বহু মানুষ। তাঁদের দাবি, 'আমরা আর বাংলাদেশের ফিরতে চাই না। প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।'

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৬০ নম্বর বুথের দাসপাড়ার ঘটনা। বছর ৬৫ সতীরানি দাসের নাম আছে তালিকায়। ছেলে সহদেব দাস, বৌমা কামনা দাস-সহ অন্যান্য সদস্যদের চূড়ান্ত ভোটের তালিকায় নাম নেই। অন্যদিকে, বছর ৭০-এর কানাইলাল দাসের নাম আছে তালিকায়। অথচ ছেলে বিধান দাস, বৌমা-সহ অন্যান্য সদস্যদের নাম বাদ গেছে তালিকা থেকে। এইরকম ৬টি পরিবারের ১৮ জনের বাবা মায়ের নাম থাকলেও নতুন প্রজন্মদের নাম না ওঠায় রীতিমতো ক্ষোভ তৈরি হয়েছে দাসপাড়ায়। তাঁদের দাবি, '৭১ সালে আমরা এদেশে এসেছি, আমাদের বর্ডার স্লিপ, শরণার্থী কার্ড এমন কি পাসপোর্ট রয়েছে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, মাধ্যমিক পাস সার্টিফিকেট-সহ একাধিক বৈধ নথি রয়েছে। এমনকি আমরা ৭১ সালের পর থেকে যে কটা নির্বাচন ভারতে হয়েছে সেই সব নির্বাচনের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছি। ২০২৪ সালের শেষ লোকসভা ভোটেও আমরা ভোট দিয়েছি। আমাদের ভোটে জিতেই কেউ মন্ত্রী কেউ সংসদ, বিধায়ক হয়েছেন। তারপরেও আজকে আমাদেরকে অবৈধ বলা হচ্ছে। আমরা এখন আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তা ভয়ে দিন কাটাচ্ছি। কয়েক জন অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। পরিবারের সদস্যরা কি করবেন বুঝে উঠতে পারছে না। পাশেই কাঁটাতারের বেড়া, ওপার আদি বাড়ি বাংলাদেশ সাতক্ষীরা, সেখানে আর ফিরে যেতে চাইছি না।' এখন সরকারকে উপযুক্ত নথি দেখে তাঁদের এই সমস্যা থেকে বার করে আনার অনুরোধ করেছে তাঁরা।

শহিদ বেদি ভাঙচুর ঘিরে বিজেপি ও তৃণমূল তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খানাকুলের নতিবপুর বাজারে নতুন করে আবারও রাজনৈতিক উত্তেজনা। নতিবপুর বাজার জুড়ে তৃণমূলের জল্লাদ বাহিনীর তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ বিজেপির। এই বিষয়ে বিজেপির দাবি, নতিবপুর বাজারে বিজেপির শহিদ সুদর্শন প্রামাণিকের শহিদ বেদিতে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বিজেপির ব্যানার, ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হয়। এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করে বিজেপি। টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিজেপি। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে অবরোধ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খানাকুল বিধানসভার প্রত্যন্ত ও নদীবেষ্টিত অঞ্চল হল নতিবপুর এক ও দুই নম্বর অঞ্চল। খানাকুল বিধানসভার ওই এলাকা বিজেপির শক্তঘাঁটি। অভিযোগ, তৃণমূল তাই সন্ত্রাসের মাধ্যমে এলাকা দখল করতে চাইছে। রাতের অন্ধকারে নতিবপুর বাজারে সন্ত্রাস চালায় তৃণমূল। বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হয়। প্রসঙ্গত, কয়েক বছর আগে ১৫ ই অগাস্টের দিন জাতীয় পতাকা তোলাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির ব্যাপক সংঘর্ষ হয় ওই এলাকায়। তৃণমূলের জল্লাদ বাহিনীর হতে মারা যান বিজেপি কর্মী সুদর্শন প্রামাণিক বলে দাবি বিজেপির। তার নামে শহিদ বেদি তৈরি হয়। সেই শহিদ বেদির পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'খানাকুলের তৃণমূল কংগ্রেস বহুদিন আগেই পায়ের তলার মাটি হারিয়েছে। তাই খানাকুলের সন্ত্রাসের রাজনীতি করছে তৃণমূল। ২০১৯ সালে বিজেপি কর্মী সুদর্শন প্রামাণিককে হত্যা করা হয়। তার কি অপরাধ ছিল? স্বাধীনতা পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে তাকে পিটিয়ে মারা হয়। এদিন সেই সুদর্শন প্রামাণিকের শহিদ বেদিতে লাথি মারে তৃণমূলের নেতারা, পতাকা ছিঁড়ে দেয়, পুলিশ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এই ঘটনা ঘটেছে নতিবপুর বাজারে। এর প্রতিবাদে ভারতীয় জনতাপার্টির কার্যকর্তারা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছে। আগামী দিনেও করবে। তৃণমূলের যুব নেতা পলাশ রায় তৃণমূলের হার্মাদ নেতাদের নিয়ে ওই এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করছে। জনগণ এর যোগ্য জবাব দেবে।' অপরদিকে তৃণমূলের যুব নেতা পলাশ রায় বলেন, 'ওটা সম্পূর্ণভাবে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ওরা তৃণমূলের উপর দোষ চাপাতে চাইছে। সন্ত্রাসের রাজনীতিতে তৃণমূল বিশ্বাস করে না। এটা তৃণমূলের কালচার নয়। খানাকুলের এই অপসংস্কৃতির আমদানি করেছে বিজেপি। ২০২৬ সালে খানাকুলের মানুষ বিজেপিকে বর্জন করবে।' সবমিলিয়ে নির্বাচন এলেই আরামবাগ মহকুমার মধ্যে সবার আগে খানাকুল বিধানসভা রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

দোল উৎসবের সুবাদে জনসংযোগে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: ঢাক-ঢোলের তালে, আবির ও রঙের উচ্ছ্বাসে দিনটি হয়ে উঠল আরও প্রাণবন্ত। দোলের এই বিশেষ দিনে তিনি গ্রাম ঘুরে মানুষের সঙ্গে দেখা করেন এবং উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেন। মহিলা, পুরুষ, যুবক-যুবতী থেকে শুরু করে ছোট ছোট বাচ্চারাও এই আনন্দঘন মুহূর্তে অংশ নেয়। বিধায়ক নিজেও শিশুদের রং মাখিয়ে দেন এবং উপস্থিত সকলের সঙ্গে দোলের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ফলে উৎসবের আমেজে মেতে ওঠে গোটা কেন্দ্রা ও রামনগর গ্রাম। এদিনের কর্মসূচি প্রসঙ্গে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'আজ হোলির দিন, ভাবলাম একটু রঙে রঙে রঙ মেলাই। তাই গোটা গ্রাম ঘুরে মানুষের সঙ্গে দেখা করলাম। কাউকে লাড্ডু খাওয়ালাম, কারও বাড়িতে লস্যি খেলাম, কারও বাড়িতে জল খেলাম। মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে আঙুর, বিস্কুটও খেলাম। মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ আমাকে রং ও আবির দিচ্ছিলেন, আমি খুব উপভোগ করেছি।'

তিনি আরও জানান, এই দিনটি তিনি নির্বাচনী প্রচারের জন্য নয়, মানুষের সঙ্গে দেখা করতে এবং উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিতে এসেছেন। তাঁর কথায়, 'পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার মানুষের সঙ্গে আমার আত্মীক সম্পর্ক রয়েছে। এখানে আমাকে আলাদা করে নির্বাচনের কথা বলতে হয় না। মানুষ জানে আমি ২৪ ঘণ্টা তাদের পাশে থাকি। নির্বাচনের দিন এলে মানুষই আমার হয়ে কথা বলবে।' দোলের এই আনন্দঘন পরিবেশে বিধায়কের উপস্থিতিতে এলাকাজুড়ে উৎসবের আবহ আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

৬ মার্চ শুরু ফুরফুরার ইসালে সওয়াব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ৬ মার্চ শুক্রবার থেকে হুগলির ফুরফুরা শরীফের তিন দিনব্যাপী ইসালে সওয়াব শুরু। শেষ হবে ৮ মার্চ। ১৮৯১ সালে যুগ সংস্কারক পীর হযরত শাহ আবু বকর সিদ্দিকী হুজুর এই মাহফিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৩৫ বছরের প্রাচীন সভাটি আন্তর্জাতিক তকমা নিয়ে ঐতিহাসিক স্থান পেয়েছে। শিক্ষাবিদ পীর দাদা হুজুর সমাজ সংস্কারের জন্য হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি লাইব্রেরি এবং অসংখ্য পত্র, পত্রিকা প্রকাশনা করে জাতির সেবা করে সমাজকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। জনমত গঠন করতে সভা সমিতি ও ধর্মীয় সভা করে সাধারণ মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলেন তিনি। নিজদের আত্ম শুদ্ধিকরণ করতে বাংলাদেশ, ত্রিপুরা ও আসাম সহ ভিন রাজ্য থেকে ৫০ লক্ষ মানুষ সভায় আসবেন বলে জানিয়েছেন পীরসাহেবগণ। সভায় সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে রাজ্য সরকারও। দাদা হুজুর ও পাঁচ হুজুরের প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো প্রস্তুত মানুষের সেবা করতে।

ট্রেন থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মর্মান্তিকভাবে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত বছর ১৯-এর ওই যুবকের নাম শুভাশিস মণ্ডল। তাঁর বাড়ি পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার রামপুর গ্রামে। জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে যুবকটি ট্রেনে আসার সময় আদ্রা-বাঁকুড়া রেলপথে ঝাঁটিপাহাড়ি ও সিরজাম স্টেশনের মাঝে ট্রেন থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন। রেল পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে আদ্রা রেল হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করে। কিন্তু তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ বুধবার দুপুরে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল থেকে দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

সরস্বতী বন্দনা নৃত্য একাডেমির বসন্তোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ইন্দাসের শান্তাশ্রম বাজারে সরস্বতী বন্দনা নৃত্য একাডেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বসন্ত উৎসব। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শান্তাশ্রম বাজার উৎসবের চেহারা নেয়। সরস্বতী বন্দনা নৃত্য একাডেমির শিক্ষিকা শিল্পা দাঁ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, এবার দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল তাদের এই বসন্ত উৎসব। আগামী দিনে সকলে পাশে থাকলে আরও বৃহত্তর আকারে এই বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হবে।

দলছুট দাঁতালের তাণ্ডব জয়পুরে, মৃত এক, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোর থেকে একটি দলছুট দাঁতাল হাতির তাণ্ডবে আতঙ্ক ছড়াল বাঁকুড়ার জয়পুর রেঞ্জের রাউৎখন্ড, জামডিগরি ও কলাবনি গ্রামে। হাতিটির আক্রমণে এখনও পর্যন্ত স্থানীয় এক গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে আরও বেশ কয়েকজন। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর বনদপ্তর হাতিটিকে বাগে আনার চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি বলেই জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ভোরে কোনোভাবে বাঁকুড়ার জয়পুর রেঞ্জের রাউৎখন্ড গ্রামে ঢুকে পড়ে একটি দলছুট দাঁতাল। গ্রামে ঢুকেই তান্ডব শুরু করে দাঁতালটি। গ্রামের পাথর পাড়ায় একের পর এক ঘরে ঢুকে ভাঙচুর শুরু চালায়। দাঁতালের আক্রমণে নিজের বাড়িতেই মারা যান বিজয় কোলে নামের স্থানীয় এক বাসিন্দা। আহত হন ওই গ্রামেরই আরও ৩ জন বাসিন্দা। আহতদের জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিকে দাঁতালটি রাউৎখণ্ডের পর জামডিগরি হয়ে সটান হাজির হয় কলাবনি গ্রাম সংলগ্ন এলাকায়। দাঁতাল হাতিটির এমন অস্বাভাবিক আক্রমণের মুখে পড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। খবর পেতেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বন দপ্তর। হাতিটিকে বাগে আনার চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু দীর্ঘক্ষণের চেষ্টাতেও হাতিটিকে বাগে আনা সম্ভব হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।

কোতুলপুরে বাহিনীর রুটমার্চ কড়া টহল স্থানীয় পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দুয়ারে ভোটের বার্তা নিয়ে কোতুলপুর জুড়ে শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জওয়ানদের টহলে সরগরম হয়ে ওঠে এলাকা। রাজ্যের ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। তার আগেই আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে স্পর্শকাতর এলাকাগুলি চিহ্নিত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি এদিন বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর এলাকাতেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ চোখে পড়ে।

এদিন কোতুলপুর থানা এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রুটমার্চ ও টহল দেয়। তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কোতুলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিন্দেশ্বর গোড়ায় এবং থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। কোতুলপুরের একাধিক এলাকায় রুটমার্চ করে জওয়ানরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। ভোটের আগে বা ভোটের সময় এলাকায় কোনও সমস্যা রয়েছে কিনা, কেউ ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে কিনা, সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এদিন কোতুলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে বেশ সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়। সাধারণ মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন এবং তাদের মনে কোনও ভয় না থাকে, সে বিষয়েই ছিল প্রশাসনের বিশেষ নজর। ভোট যত এগিয়ে আসছে,ততই প্রশাসনের প্রস্তুতিও জোরদার হচ্ছে। কোতুলপুর জুড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই রুটমার্চ সেই প্রস্তুতিরই অংশ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

পুলিশকে মারধরে গ্রেপ্তার ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মঙ্গলবার রাতে পুলিশকে মারধর ও পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ অভিযুক্ত ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার তাদের ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করা হলে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। মঙ্গলবার রাতে বেলিয়াবেড়া থানার যুগডিহা গ্রামে এক ব্যক্তিকে মারধর করার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অভিযোগ, এরপর পুলিশকে ঘিরে প্রথমে বিক্ষোভ দেখানো শুরু হয়। পরে ইট, পাটকেল ছোঁড়ার পাশাপাশি পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর ও পুলিশকে মারধর করা হয়। এরপর বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং সিআরপিএফ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

রাজনৈতিক সংঘর্ষ তারকেশ্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল হুগলির তারকেশ্বরে। দুপুরে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গিয়ে হামলা। চিকিৎসা করাতে গেলে হাসপাতালেই বিজেপি কর্মীদের বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমুল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল তৃণমূল। বিজেপির অভিযোগ, মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ তারকেশ্বরের ভীমপুর এলাকার বিজেপি কর্মী নন্দন ভান্ডারির বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা কর্মীরা আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে যান। তাঁদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি নেতা কর্মীদের মারধরের খবর যায় জেলা বিজেপি নেত্রী পর্ণা আদকের কাছে। পুলিশের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেও বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণ চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এমনকি পুলিশের সামনেই বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সীমন্ত সামন্ত নামে আক্রান্ত এক বিজেপি কর্মী বলেন, 'আমাদের দলের এক কর্মীর বাড়িতে হামলার খবর পেয়ে গিয়েছিলাম। নৃশংসভাবে আমাদেরও মারধর করেছে।' চিকিৎসা করার পর সন্ধ্যায় থানায় অভিযোগ জানাতে যান বিজেপি কর্মীরা। সেখানেও পুলিশের সামনেই বিজেপি নেতা কর্মীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এরপর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির নেতা কর্মীরা। পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন তাঁরা। যদিও তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূলের তারকেশ্বর ব্লক সভাপতি প্রদীপ সিংহরায় জানান, তাঁদেরই কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছিল বিজেপি কর্মীরা। বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন।

মায়াপুর ইসকনে সম্পন্ন হল শ্রী চৈতন্যদেবের মহাভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রীতি ও প্রথা অনুযায়ী দোলের দিন চৈতন্যদেবের ৫৪০তম আবির্ভাব তিথি উৎসব উদযাপন উপলক্ষে মহাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল মায়াপুর ইসকনে। এদিন হাজার হাজার ভক্ত উপস্থিত হন এই অনুষ্ঠানে। ইসকনের গুরু মহারাজ থেকে শুরু করে সমস্ত ভক্তরা সারাদিন উপবাস করে এই মহা অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ঘি, দুধ, মধু, ফলের রস, গঙ্গা জল প্রভৃতি দ্রব্যাদি দিয়ে এদিন অভিষেক করানো হয় সমস্ত বিগ্রহকে। একইসঙ্গে চলে হরিনাম সংকীর্তন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য দেশি-বিদেশি ভক্ত যোগ দেন এই অনুষ্ঠানে। ইসকন মায়াপুরে হোলি খেলার প্রচলন না থাকলেও, ভগবান শ্রী চৈতন্যদেবের মহাভিষেকই মুখ্য অনুষ্ঠান বা আকর্ষণ। একদিকে, বিগ্রহকে স্নান করানো। অন্যদিকে, পুষ্প বৃষ্টি। এ এক অপরূপ দৃশ্যর সাক্ষী থাকেন সকলে। মহা অভিষেক অনুষ্ঠানের পর ইসকন ভক্তদের জন্য অনুকল্প প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। সমগ্র দিন উপবাসের পর এই অনুকল্প প্রসাদ খেয়েই উপবাস ভঙ্গ করেন ইস্কন ভক্তরা।

জ্বালানির চাহিদা পূরণে ভারতকে তেল দেবে রাশিয়া

মস্কো, ৪ মার্চ: ইরান প্রত্যাঘাত জারি রেখেছে। বিভিন্ন দেশে আমেরিকার দূতাবাস, সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে। রেহাই পাচ্ছে না বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্র বা তৈল শোধনাগারও। যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে জ্বালানি ক্ষেত্র-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথে। এই অবস্থায় ইরান ও আমেরিকা-ইজরায়েল যুদ্ধের আবহে হরমুজ প্রণালী ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। যদিও ভারত জানিয়েছে, আপাতত পর্যাপ্ত জ্বালানি আছে। তবুও ভারতের পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছে রাশিয়া। জানিয়েছে, জ্বালানি সরবরাহে কোনও সমস্যা হলে ভারতের চাহিদা পূরণ করতে রাশিয়া প্রস্তুত তেল সরবরাহ জারি রাখতে।

২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের পাশাপাশি রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের উপরে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক-জরিমানা চাপিয়েছিল আমেরিকা। ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য-সমঝোতায় শুল্কের হার ১৮ শতাংশে নামে। যদিও তার পর মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট শুল্ক সংক্রান্ত ট্রাম্পের যাবতীয় নির্দেশ খারিজ করে দেয়। অবশ্য ট্রাম্প-এর পরেও ১৫ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা করে রেখেছেন।

আমেরিকা অবশ্য বারবার দাবি করেছে, মার্কিন মুলুকের হুঁশিয়ারির পরে রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমিয়েছে ভারত। তবে এখনও স্বাক্ষরিত হয়নি ভারত ও আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তি। এই পরিস্থিতিতে ইরান ও আমেরিকা-ইজরায়েল যুদ্ধের মধ্যে ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিল পুতিনের দেশ।

চিনা ক্যামেরায় বন্দি রয়েছে পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলা!

তদন্তে বেজিংয়ের সাহায্য চায় এনআইএ

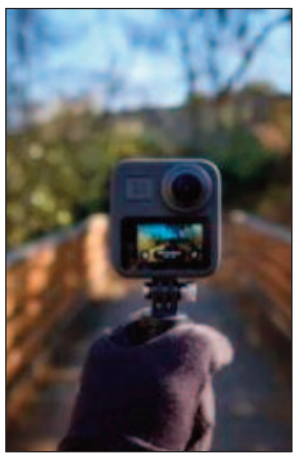

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: পহেলগাঁওয়ে হামলার দৃশ্য ধরে রাখতে জঙ্গিরা 'গো প্রো' ক্যামেরা ব্যবহার করেছিল। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র সন্দেহ, সেই গো প্রো ক্যামেরা চিনের এক দোকান থেকে কেনা হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে ওই ক্যামেরার তথ্য জানতে এবার বেজিংয়ের সাহায্য চেয়েছে এনআইএ। জম্মু আদালতে একটি চিঠি দেওয়া হয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, হামলার সময় জঙ্গিদের ব্যবহৃত ক্যামেরা চিনের এক ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তার প্রেক্ষিতে এবং তদন্তের স্বার্থে সেই ক্যামেরার তথ্য সংগ্রহে বেজিংয়ের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

ওই হামলার ষড়যন্ত্রে ব্যবহৃত সমস্ত ডিজিটাল ডিভাইস পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে সন্দেহ দৃঢ় হয় তদন্তকারীদের। সেটি গো প্রো হিরো ১২ ক্যামেরা। ওই ক্যামেরা থেকে হামলার আগে কী কী করা হয়েছিল, কোথায় কোথায় গিয়েছিল জঙ্গিরা, এ রকম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আদালতে দাবি করে এনআইএ। তার পরই আদালত এনআইএ-র আবেদন মঞ্জুর করে। জঙ্গিরা যে গো প্রো ক্যামেরা ব্যবহার করেছিল, নেদারল্যান্ডসে সেটির নির্মাণসংস্থার কাছেও তথ্য চাওয়া হয়েছে। কী ভাবে ওই ক্যামেরা জঙ্গিদের হাতে পৌঁছল, কোন প্রক্রিয়ায় ওই ক্যামেরা সক্রিয় করা হয়েছিল ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পেতে চান তদন্তকারীরা।

ডোনাল্ড ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর ছবি পোড়ালেন মেহবুবা

শ্রীনগর, ৪ মার্চ: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকে হত্যার প্রতিবাদে সোমবার থেকেই প্রতিবাদ শুরু হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। এবার শ্রীনগরে ইজারায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি পুড়িয়ে প্রতিবাদ দেখালেন পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) প্রধান মেহবুবা মুফতি।

ইরানে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল ও আমেরিকা। শুরু থেকেই প্রতিবাদ করছেন মেহবুবা মুফতি। ইরানে হামলা নিয়ে নীরব থাকায় এক্স হ্যান্ডলে একাধিক পোস্টে তিনি সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রের মোদী সরকার এবং জম্মু ও কাশ্মীর সরকারকে।

বুধবার মেহবুবার নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল করেন পিডিপি সমর্থকরা। তাদের সঙ্গে নিহত খামেনেইর পোস্টার। বিক্ষোভকারীরা নেতানিয়াহু এবং ট্রাম্পের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। যৌন কেলেঙ্কারির হোতা জেফ্রি এপস্টেইনের পোস্টারও পোড়ান মেহবুবা। পরে এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিও পোস্ট করেন পিডিপি নেত্রী। সেখানে তিনি বলেন, 'যারা তোমার সঙ্গে শান্তিতে আছে আমি তাদের সঙ্গে শান্তিতে আছি। যারা তোমার বিরোধিতা করে তাদের বিরোধিতা করছি, কেয়ামত পর্যন্ত।'

জম্মুর নিয়ন্ত্রণরেখায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা

শ্রীনগর, ৪ মার্চ: শীত শেষে বরফ গলা শুরু হতেই শুরু হয়ে গিয়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা। মঙ্গলবার রাতে আগাম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জম্মুর এলওসি-র ভীম্বর গলি এলাকার এমনই এক জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা ভারতীয় সেনা ভেস্তে দিয়েছে। জম্মুর নাগ্রোতায় মোতায়েন ১৬ নম্বর কোর ওই অভিযান চালিয়েছে। তবে অভিযানে হতাহতের কোনও খবর জানায়নি সেনা। সন্ত্রাসবাদী অনুপ্রবেশের চেষ্টার আগাম খবর পেয়েই মঙ্গলবার রাতে ভীম্বর গলি এলাকায় আকাশ ও স্থলপথে নজরদারি শুরু করেছিল সেনা। নজরদারি ড্রোনে এলওসির কাছে অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসবাদীদের নজরদারি নজরে আসার পরেই দ্রুত প্রত্যাঘাত করে সেনা। বাধার মুখে পড়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে পালিয়ে যায় অনুপ্রবেশকারীরা।

সৌদির বৃহত্তম তৈলশোধনাগারে ফের ড্রোন হামলা চালাল ইরান

রিয়াধ, ৪ মার্চ: সৌদি আরবের সরকারি তেল পরিশোধন সংস্থা 'আরামকো'র বৃহত্তম তৈল শোধনাগারে ফের চলল হামলা। এ বারও সেই রাস তানুরা শহরেরই তৈলশোধনাগারে হামলা হয়েছে। রয়টার্স সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে। তবে কে বা কারা হামলা চালিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। রাস তানুরার এই তৈলশোধনাগারটি হল সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় সরকারি শোধনাগার।

আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বার বার 'আক্রান্ত' হচ্ছে সৌদি আরব। আমেরিকা এবং ইজরায়েল যৌথ ভাবে ইরানের উপর হামলার পরে প্রথম প্রত্যাঘাতই হয়েছিল সৌদিতে। সম্প্রতি এক রিপোর্টে দাবি করা হয়, সৌদির যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনই নাকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চাপ দিয়েছিলেন ইরানে হামলার জন্য। তিনিই আমেরিকাকে বার বার এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সামরিক পদক্ষেপ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

সৌদির প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানান, রাস তানুরা তৈলশোধনগারে হামলার চেষ্টা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে একটি ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। তবে শোধনাগারের কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি বলেই জানাচ্ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ওই মুখপাত্র। গত সোমবারও সৌদির পূর্ব প্রান্তের এই তৈলশোধনাগারে ড্রোন হামলা হয়েছিল। দু'টি ড্রোন দিয়ে হামলা করা হয়েছিল সেই সময়ে। ইরান থেকে ওই ড্রোনগুলি ছোড়া হয়েছিল বলে দাবি সৌদির।

গত সোমবারের হামলার পরেই রাস তানুরার শোধনাগার সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেন কর্তৃপক্ষ। তবে ওই হামলায় শোধনাগারের বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে দাবি সৌদি সরকারের। তাদের দাবি, শোধনাগারে হামলা করার আগেই ওই ড্রোনগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। গুলি করে নামানো হয়েছিল ড্রোনগুলিকে। ওই হামলার দু'দিন কাটতে না কাটতেই ফের হামলা চলল রাস তানুরা শোধনাগারে।

গত শনিবার আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যৌথ বাহিনীর হামলায় মৃত্যু হয় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের। তার পর থেকে তেহরানও প্রত্যাঘাত করছে। পশ্চিম এশিয়ার যে সমস্ত দেশে মার্কিন সেনাঘাঁটি রয়েছে, সেখানে হামলা চালানো হয়েছে। ইরানের বোমা পড়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, কুয়েত, ওমান, বাহরিনের মতো দেশে।

ময়দান

বাগান অনুশীলনে হোলির রঙ, সংশয়ে রবসনের ফিটনেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএলে জয়ের হ্যাটট্রিকের পর শুক্রবার ওড়িশা এফসির মুখোমুখি হবে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট। তার আগে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের শাস্তির কোপে পড়েছিল সবুজ মেরুন ম্যানেজমেন্ট। চেন্নাইয়ান এফসির বিরুদ্ধে বাগানের হোম ম্যাচে সমর্থকদের অসদাচরণের অভিযোগ এনেছিল এআইএফএফ শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। যদিও ফাঁকা গ্যালারির নির্দেশ শিথিল করে আংশিক সমর্থকদের জন্য খোলা থাকবে সবুজ-মেরুন গ্যালারি।

সমর্থকদের জন্য মোট ১৫০০০ সাধারণ টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে মোহনবাগান ক্লাব ও যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সেই টিকিট দেওয়া হবে। প্রত্যেকে দুটি করে টিকিট পাবে। ভিআইপি এবং ভিভিআইপি টিকিট কাটা যাবে অনলাইনে। উল্লেখ্য, ক্লাবের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ঘোষণা করেছেন, ওড়িশা দলের বিরুদ্ধে আসন্ন ঘরের ম্যাচে প্রত্যেক সমর্থককে দু'টি করে বিনামূল্যে টিকিট দেওয়া হবে। দোল উৎসব ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এই বিশেষ উপহার বলে জানানো হয়েছে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে। ঘরের মাঠে যতটা সম্ভব ভরা গ্যালারিতে মাঠে নামতে চান বাগান কোচ সের্জিও লোবেরা।

অন্যদিকে অনুশীলন শেষে হোলি খেললেন কামিংস-মনবীররা। বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন বাগান ফুটবলাররা। দলের সকলে অনুশীলন করলেও ব্রাজিলিয়ান তারকা রবসন রবিনহো সাজঘরেই ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ লোবেরা বলেন, 'আজ এবং আগামীকাল দেখে সিদ্ধান্ত নেব যে, ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে ওকে খেলানো যাবে কিনা।'

নিজের প্রাক্তন দল ওড়িশা এফসিকে নিয়ে লোবেরা বলেন, 'অনেক ভালো ফুটবলার আছে। অনেকেই আমার প্রথম একাদশে থাকত। তবে হ্যাঁ ওড়িশা দলে আরও বেশি বিদেশি ফুটবলার থাকলে লড়াই আরও কঠিন হত। আমি গোল ডিফারেন্স নিয়ে ভাবছি না। আমার ভাবনা তিন পয়েন্ট নিয়ে। ম্যাচ জয়ই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমরা চেষ্টা করব যত বেশি গোল স্কোর করা যায় তা করার।' অন্যদিকে মোহনবাগানের বিদেশি ডিফেন্ডার টম অলড্রেড প্রথম একাদশে সুযোগ না পাওয়া নিয়ে বলেন, 'আমি যখনই সুযোগ পাবো নিজের সেরাটা দেব। কোচ যা সিদ্ধান্ত নেবে তেমনই হবে। আমি ইতিবাচক থাকতে চাই। এতকিছু ভাবতে চাই না। আশা করি যখনই সুযোগ পাব নিজের ১০০ শতাংশ দেব। আমি ডিফেন্ডার ক্লিনশিট রাখতে চাই। সেখানে গোল স্কোর করে ম্যাচে জয় এনেছি এটাই করে যেতে চাই।'

হোলির রঙে সাজলেন লুকা-জবিরাও, লিগে ঘুরে দাঁড়ানো লক্ষ্যে কিবু

নিজস্ব প্রতিবেদন: হোলির উৎসবে মেতেছেন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। বাদ গেলেন না বাংলার আর এক দল ডায়মন্ড হারবার এফসির ফুটবলারেরাও। বর্তমানে কিবু ভিকুনার দল তাদের ঘরের মাঠ বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের জন্য অনুশীলন করছে। বুধবার অনুশীলন শেষে হোলি খেললেন লুকা মাজসেন, জবি জাস্টিনরা। আইএফএলে ডায়মন্ড হারবারের পরবর্তী ম্যাচ কল্যাণী স্টেডিয়ামে ৮ মার্চ ডেম্পো স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। লিগের শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি ডায়মন্ড হারবারের জন্য। গত শনিবার কল্যাণীতে অভিষেক ম্যাচেই শ্রীনিধি ডেকান এফসি-র কাছে ০,১ গোলে হারতে হয়েছে কিবুর দলকে। সেই ম্যাচে গোলের একাধিক সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হয় বাংলার দলকে। পেনাল্টি নষ্ট করেন ডায়মন্ড হারবারের মিকেল। পরবর্তী ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোই লক্ষ্য থাকবে কোচ কিবু ভিকুনার।

SHORT TENDER NOTICE

NABADWIP MUNICIPALITY

e-EOI are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
NM/ERV/EOI/01e/2025-27
ID: 2026_1017610_1
Last Date of submitting EOI **09-Mar-2026 09:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working dayand gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given in news paper.
Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

DHANPOTA GRAM PANCHAYAT E- TENDER
Magraghat II Block, south 24 Parganas district
ABRIDGED NIT
On behalf of Dhanpota Gram Panchayat of Magraghat-II Block under south 24 parganas dist. invites bids for concrete drain 1 no new tube-well 1no and 2 no concrete road vide NIT No.91 dated 05/03/2026 within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L.Cess are **Rs. 279031/-193877/- 250594/- 250929/-** respectively. The period of bid submission is **10 AM of 05TH March to 1PM of 11th march 2026.** Tender opening 13/03/2026
Sd/- Pradhan,
Dhanpota Gram Panchayat

NOTICE

E.E Berhampore Division –I, PWD invites OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 06 OF 2025-2026 for the work ofName of works –
1. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Berhampore Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division -I, P.W.Dte.
2. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Burwan Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 06 OF 2025-2026
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I.
Last date and time for receipt of application for Quotation documents on **05/03/2026 upto 01.00 PM.**
Last date and time of issuance of Quotation documents on **05/03/2026 upto 02.00 PM.**
Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope on **05/03/2026 upto 02.30 PM.**
Opening of financial bid on **05/03/2026 at 03.00 PM.**
Sd/- Executive Engineer, P.W.D
Berhampore Division-I

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of CGI Shed at Annapurna Nagar Temple within Ward No.- 17, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/214(APAS) of 25-26 (4th Call)
Tender ID : 2026_MAD_5013246_1 • Estimated Amount : 8,38,442.00/-
2) Name of the Work: Repairing of Culvert, Road and Drain near Shanti Medical Hall to Sree Durga Club, Ward No.- 16, Booth- 28, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/492(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5013241_1 • Estimated Amount : 7,07,673.00/-
3) Name of the Work: Repairing of B.T. Road near Dolphin Tailor, Jisu Biswas House to High Drain and Michel Sarani, Ward- 19, Booth- 120, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/515(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5013244_1 • Estimated Amount : 5,48,634.00/-
4) Name of the Work: Community Toilet at Amrai Taj Para, Ward- 12, Booth- 19, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/522(APAS) of 25-26 (4th Call)
Tender ID : 2026_MAD_5013247_1 • Estimated Amount : 8,09,538.00/-
5) Name of the Work: Repairing of Drain & Road Mohan Yadav's House to High Drain at Hotat Pally, Ward- 16, Booth- 24, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/529(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5013245_1 • Estimated Amount : 3,38,579.00/-
6) Name of the Work: Repairing of Bituminus Road and Drain from Kali Mandir to Pramila Bisws's House at Street No. 2A, Booth No.- 102, Ward No.- 17, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/505(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5013243_1 • Estimated Amount : 3,39,624.00/-
7) Name of the Work: Repairing of B.T. Road from Nagarik Office to Michel Sarani and Opposite of Netaji Vidyalaya School at Subhash Pally, Ward- 19, Booth- 118, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/498(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5013242_1 • Estimated Amount : 4,38,002.00/-
8) Name of the Work: Construction of Culvert at Vidyasagar Pally DSM- 1/12, Ward No.- 20, Booth- 132, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/465(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5013240_2 • Estimated Amount : 43,001.00/-
9) Name of the Work: Laying of 20 mm Dia PVC underground Pipe Line for Street Tap at Vidyasagar Pally Street No. D-5, Booth No.- 132, Ward No.- 20, Borough- 02, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/465(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5013240_1 • Estimated Amount : 35,395.00/-
Last Date : 11th March 2026, up to 01:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ইতিহাসে জম্মু-কাশ্মীর, অবহেলার পাহাড় টপকে প্রথমবার রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন ভারতের সুইৎজারল্যান্ড

এই ট্রফি শুধু একটি রাজ্যের নয়, গোটা দেশের প্রান্তিক ক্রিকেটের জয়। জম্মু-কাশ্মীর প্রমাণ করে দিল, সুযোগ আর বিশ্বাস পেলে প্রতিভা যে কোনও জায়গা থেকেই উঠে আসতে পারে। এই সাফল্য উত্তর ভারতের পাহাড়ি ও সংঘর্ষকবলিত অঞ্চলের তরুণদের জন্য এক বিশাল অনুপ্রেরণা। অনেক বছর ধরে যে প্রশ্ন উঠত; জম্মু-কাশ্মীর থেকে কি বড় ক্রিকেটার আসতে পারে? এই জয় তার জোরালো উত্তর। আসতে পারে, যদি সিস্টেম ঠিক থাকে। এই ট্রফি প্রশাসনকেও বার্তা দিচ্ছে; প্রান্তিক রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি।

বিট্টু দত্ত

ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের আকাশে বহুদিন ধরেই আলো ছড়িয়েছে মুম্বই, কর্নাটক, দিল্লি, তামিলনাড়ুর মতো দল। রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে তাদের নাম। কিন্তু ২০২৫,২৬ মরশুমে সেই পরিচিত ছবিটাই বদলে গেল। প্রথমবারের মতো রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়ল জম্মু-কাশ্মীর। এটি শুধু একটি ট্রফি জয় নয়, এই সাফল্য এক দীর্ঘ সংগ্রাম, অবহেলা আর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জয়ের গল্প।

যেখানে ক্রিকেট ছিল বিলাসিতা

জম্মু-কাশ্মীরে ক্রিকেট কখনওই সহজ ছিল না। একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অন্য দিকে পরিকাঠামোর অভাব; এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্রিকেট ছিল যেন বিলাসবহুল স্বপ্ন। উপত্যকার বহু তরুণ ব্যাট-বল হাতে নেওয়ার আগেই ছিটকে গিয়েছে বাস্তবতার চাপে। মাঠ ছিল কম, অনুশীলনের সুযোগ সীমিত, আর নিয়মিত প্রতিযোগিতার অভাব ছিল দীর্ঘ দিনের সঙ্গী। দেশের অন্য রাজ্যগুলির মতো শক্তিশালী স্কুল ক্রিকেট বা ক্লাব কাঠামো জম্মু-কাশ্মীরে গড়ে ওঠেনি। অনেক সময় খেলোয়াড়দের নিজেদের পয়সায় কিট কিনতে হয়েছে, দূরের মাঠে অনুশীলনের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাতায়াত করতে হয়েছে। তবুও থামেনি স্বপ্ন।

'মিনোজ' তকমা ভাঙার লড়াই

রঞ্জি ট্রফিতে জম্মু-কাশ্মীর বহু বছর ধরেই ছিল তথাকথিত 'দুর্বল দল'। বড় দলের বিরুদ্ধে নামলেই তাদের হার নিশ্চিত ধরে নেওয়া হত। কিন্তু এই ধারণা ভাঙতে শুরু করে ধীরে ধীরে। এক-দু'টি ম্যাচে চমক, বড় দলকে চাপে ফেলা; এসব দিয়েই বদলের ইঙ্গিত মিলছিল। সেই পরিবর্তনের পেছনে বড় ভূমিকা ছিল ঘরোয়া স্তরে ধৈর্যশীল দলগঠন। বাইরের তারকা নয়, বরং নিজের মাটির ক্রিকেটারদের ওপর ভরসা রাখার নীতি নিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীর ক্রিকেট সংস্থা। ধীরে ধীরে তৈরি হয় এমন একটি দল, যারা নামের জোরে নয়, খেলায় কথা বলে।

এবারের মরশুম বিশ্বাস থেকে ইতিহাস

২০২৫,২৬ মরশুম শুরুর আগে জম্মু-কাশ্মীরকে কেউই চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ভাবেনি। কোয়ার্টার ফাইনাল, বড়জোর সেমিফাইনাল; এই ছিল বিশেষজ্ঞদের ধারণা। কিন্তু দলটার ভিতরে বিশ্বাস ছিল অন্যরকম। তারা জানত, এবার কিছু আলাদা করার সময় এসেছে। গ্রুপ পর্ব থেকেই আত্মবিশ্বাসী পারফরম্যান্স। বোলাররা নিয়মিত উইকেট তুলে নিয়েছেন, ব্যাটাররা প্রয়োজনমতো ধৈর্য ধরেছেন। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ছিল মানসিকতায়; বড় দলের নাম দেখে ভয় নয়, বরং চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেওয়া।

ফাইনালের লড়াই চাপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

ফাইনাল ম্যাচে জম্মু-কাশ্মীরের সামনে ছিল অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ কর্নাটক। প্রথম ইনিংস থেকেই চাপে রেখেছিল প্রতিপক্ষকে, সেখানেই দেখা যায় দলের চরিত্র। প্রথম ইনিংসে যখন কাশ্মীর দল ৫৮৪ রান করে, তখনই প্রায় ম্যাচের ভাগ্য ঠিক হয়ে যায়। কারণ, এত বড় রান করে ম্যাচ হেরে যাওয়ার নজির ক্রিকেটের ইতিহাসে খুব একটা দেখা যায় না। শুভম পুন্ডির- ইনি একমাত্র এই ইনিংসের সেঞ্চুরিয়ান অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে এত বড় রানে যখন একজনই সেঞ্চুরিয়ান হয় তখন পুরো দল কতটা অবদান রেখেছে এই প্রথম ইনিংসের রানে। এরপর আসে বোলারদের সুযোগ। বোলাররাও লাইন-লেংথে শৃঙ্খলাবদ্ধ থেকে ধীরে ধীরে ম্যাচ নিজেদের দিকে টেনে নেন এবং এখানেও সবচেয়ে বড় নাম সেই আকিব নবি যাঁর নাম গত তিন মরশুমে বারবার শোনা যাচ্ছে, তিনি নেন ৫ উইকেট। সঙ্গে যুদ্ধবীর চরক এবং সুনীল কুমার ২ উইকেট করে নিয়ে কর্নাটককে ২৯৩ রানে আটকে ম্যাচের ভাগ্য প্রথম ইনিংসের শেষেই ঠিক করে ফেলে । কর্নাটকের হয়ে একমাত্র বলার মতো ব্যাট করেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল (১৬০)। শেষ দিনে যখন ফলাফল ভাবাটা শুধু ফর্মালিটির জায়গায় চলে এসেছিল, তখনও কিন্তু কাশ্মীর ব্যাট করে গেছে তখনও দল যেন এক সুতোয় বাঁধা। ব্যাটিংয়ে ছিল আগ্রাসন, চোখে ছিল ইতিহাস ছোঁয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। খেলা শেষেই মাঠে উচ্ছ্বাস, ড্রেসিংরুমে চোখের জল আর জম্মু-কাশ্মীরের ক্রিকেট ইতিহাসে সোনালি অধ্যায়ের সূচনা। ম্যাচের পর দলের প্রধান কোচ অজয় শর্মা বলেন, 'এই জয়টা শুধু একটি ট্রফি নয়, এটা আমাদের দীর্ঘ লড়াইয়ের স্বীকৃতি। বছরের পর বছর আমরা অবহেলিত ছিলাম, কিন্তু ছেলেরা কখনও বিশ্বাস হারায়নি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'এখানকার ক্রিকেটাররা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে বড় হয়েছে। কখনও ঠিকমতো মাঠ পায়নি, কখনও অনুশীলনের সুযোগ পায়নি। তবুও ওরা মাথা নিচু করেনি। আজ তারই ফল পেলাম।'

এই জয়ের অর্থ কী?

এই ট্রফি শুধু একটি রাজ্যের নয়, গোটা দেশের প্রান্তিক ক্রিকেটের জয়। জম্মু-কাশ্মীর প্রমাণ করে দিল, সুযোগ আর বিশ্বাস পেলে প্রতিভা যে কোনও জায়গা থেকেই উঠে আসতে পারে। এই সাফল্য উত্তর ভারতের পাহাড়ি ও সংঘর্ষকবলিত অঞ্চলের তরুণদের জন্য এক বিশাল অনুপ্রেরণা। অনেক বছর ধরে যে প্রশ্ন উঠত; জম্মু-কাশ্মীর থেকে কি বড় ক্রিকেটার আসতে পারে? এই জয় তার জোরালো উত্তর। আসতে পারে, যদি সিস্টেম ঠিক থাকে। এই ট্রফি প্রশাসনকেও বার্তা দিচ্ছে; প্রান্তিক রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি। উন্নত পরিকাঠামো, নিয়মিত ম্যাচ ও মানসম্মত কোচিং পেলে জম্মু-কাশ্মীরের মতো অঞ্চল থেকেও জাতীয় দলের দরজা খুলে যেতে পারে। একই সঙ্গে এই সাফল্য বদলে দিচ্ছে ক্রিকেট মানচিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি। বড় শহরের বাইরেও যে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে, জম্মু-কাশ্মীরের এই ঐতিহাসিক জয় সেটাই মনে করিয়ে দিল।

ভবিষ্যতের দিশা

রঞ্জি জয়ের পর জম্মু-কাশ্মীরের সামনে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ- এই সাফল্য ধরে রাখা, আরও শক্তিশালী বেঞ্চ তৈরি করা এবং জুনিয়র স্তরে বিনিয়োগ বাড়ানো। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গড়ার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। আইপিএল ও ভারতীয় 'এ' দলে সুযোগ পাওয়ার দরজাও খুলে যাচ্ছে এই দলের ক্রিকেটারদের জন্য। জাতীয় নির্বাচকদের নজর এখন আর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

শুধু ক্রিকেট নয়, সামাজিক বার্তাও

এই জয় জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের কাছে শুধু খেলার খবর নয়, এটি এক ধরনের আশা। দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষ আর অস্থিরতার খবরের সঙ্গে যুক্ত এই অঞ্চলের নাম আজ যুক্ত হল গর্বের সঙ্গে। ক্রিকেট এখানে হয়ে উঠল শান্তির ভাষা, ঐক্যের প্রতীক। রঞ্জি ট্রফিতে জম্মু-কাশ্মীরের প্রথম চ্যাম্পিয়ন হওয়া কোনও হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়। এটি বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠা সংগ্রাম, ধৈর্য আর বিশ্বাসের ফল। এই সাফল্য মনে করিয়ে দেয়; ক্রিকেট শুধু বড় শহরের খেলা নয়, এটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বপ্নও। আজ রঞ্জির ইতিহাসে জম্মু-কাশ্মীর শুধু একটি নাম নয়, একটি অনুপ্রেরণা।

অ্যালেন-সেইফার্টের মারকাটারি ব্যাটিংয়ে প্রোটিয়াদের উড়িয়ে ফাইনালে নিউজিল্যান্ড

সব্যসাচী বাগচী

নিউজিল্যান্ড ফাইনালে যাওয়ার পথে দ্রুত এগোনোর সময়, তিন জনের মুখ যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। প্রথমজন সূর্য কুমার যাদব। দ্বিতীয় গৌতম গম্ভীর। তৃতীয় ব্যক্তি হ্যারি ব্রুক। টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক ও কোচের মাথায় শুধু তারকা খচিত ইংল্যান্ড ঘুরপাক খাচ্ছে না। বরং এখন থেকেই নিউজিল্যান্ড নামক এক ভয়ংকর দল ঘুরপাক খাচ্ছে। কারণ, নিউজিল্যান্ড সুধু ৯ উইকেটে হারিয়ে চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে চলে গেল না। ভারত ও ইংল্যান্ডকে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে গেল। যেন বলে দিয়ে গেল, 'আমাদের থেকে কিন্তু খুব সাবধান!

চোকার্স তকমাটা মুছতে পারল না দক্ষিণ আফ্রিকা। এত দিন অপরাজিত থাকা এইডেন মার্করামেরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেন সেমিফাইনালে। এই প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কিউয়িদের কাছে হারল প্রোটিয়ারা। নিউজিল্যান্ড জয় পেল ৯ উইকেটে। কিউয়িদের জয় এল কলকাতা নাইট রাইডার্সের দুই ব্যাটারের দাপটে। ৩৩ বলে ১০০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীদের বার্তা দিয়ে রাখলেন ফিন অ্যালেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ৮ উইকেটে ১৬৯ রানের জবাবে ১২.৫ ওভারে ১ উইকেটে ১৭৩ রান তুলে বিশ্বকাপের ফাইনালে চলে গেল কিউয়িরা।

ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ৯টা বেজে ৩৬ মিনিট। কাগিসো রাবাদা দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য যেন ভগবান হিসেবে আবির্ভূত হলেন। ৩৩ বলে ৫৮ রানের ঝড় তুলে তখন সাজঘরে ফিরে যাচ্ছেন টিম সাইফার্ট । তবে প্রোটিয়ারা সাফল্য পেলেও, আইডেন মার্করামের চোখ-মুখ তখন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে! কারণ পাওয়ার প্লে-তে ৮৪ রান তুলে 'কাম তামাম' করে দিয়েছে নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার। তাই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার কিউইদের ফাইনালে যাওয়া যে শুধু সময়ের অপেক্ষা।

২০ ওভারে ১৭০ রান চেজ করা আধুনিক মারকাটারি ক্রিকেট যুগে কিউইদের ব্যাটিং লাইনআপের জন্য জলভাত! যদি না কোনও অঘটন ঘটে। প্রায় ৪০ হাজারের ইডেনে এই রাতে দুই কিউই ওপেনার কোনও চান্স দেননি। সেইফার্ট আউট হলেও, ফিন অ্যালেন ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। বিপক্ষের বোলারদের কচুকাটা করলেন।

প্রথম উইকেটের জুটিতে ৯.১ ওভারে ১১৭ রান তোলেন। সেইফার্ট ৩৩ বলে ৫৮ রান করেন। ৭টি চার এবং ২টি ছয় এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের দুই ক্রিকেটারের দাপটে ইডেন গার্ডেন্সে কোণঠাসা হয়ে পড়েন মার্করামেরা। সেইফার্ট আউট হওয়ার পর অ্যালেনের সঙ্গে যোগ দেন কেকেআরের আর এক ক্রিকেটার রাচিন রবীন্দ্র। অ্যালেন ম্যাচের শেষ পর্যন্ত ২২ গজের এক প্রান্ত আগলে রাখেন। ১০টি চার এবং ৮টি ছয়ের সাহায্যে ৩৩ বলে শতরান করলেন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তৃতীয় দ্রুততম শতরানের নজিরও গড়লেন।

ইডেনের শিশির ভেজা মাঠে প্রোটিয়াদের খ ড়া টার্গেটকে সহজ থেকে সামান্যের পর্যায়ে নামিয়ে আনলেন দুই কিউয়ি ওপেনার টিম সাইফার্ট এবং ফিন অ্যালেন। বিপক্ষে থাকা কাগিসো রাবাডা, লুনগি এনগিডিদের নিয়ে স্রেফ ছেলেখেলা করলেন তাঁরা ইডেনের বাইশ গজে দাঁড়িয়ে। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই বাউন্ডারি মারেন সাইফার্ট। প্রথম ছয় ওভার শেষেই লেখা হয়ে যায় ম্যাচের ভাগ্য। ধ্বংসলীলা চালিয়ে সেঞ্চুরি পূরণ করলেন ফিন অ্যালেন। ৪৩ বল বাকি থাকতে ফাইনালে কিউয়িরা।

টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। ইনিংসের শুরুটা ভাল হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকার। দ্বিতীয় ওভারে পর পর দু'বলে কুইন্টন ডি কক (১০) এবং রায়ান রিকেলটনকে (০) আউট করে প্রোটিয়াদের চাপে ফেলে দেন কোল ম্যাককোনচি। মার্করামকে (১৮) বিতর্কিত ক্যাচ আউট দিয়ে সমস্যা বাড়িয়ে দেন তৃতীয় আম্পায়ার নীতিন মেননও। তবে রাচিন রবীন্দ্র, গ্লেন ফিলিপসেরা সহজ ক্যাচ ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দিলেন।

বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে বিতর্ক তৈরি হল আম্পায়ারিং নিয়ে। ঘটনাটি দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের অষ্টম ওভারের। রাচিন রবীন্দ্রের বলে ছয় মারার চেষ্টা করেন মার্করাম। কিন্তু তাঁর টাইমিং ঠিক হয়নি। লং অনে ফিল্ডার ছিলেন ডারেল মিচেল। তিনি খানিকটা এগিয়ে এসে সামনে ঝাঁপিয়ে ক্যাচ ধরার চেষ্টা করেন। মাঠের আম্পায়ার সিদ্ধান্ত না নিয়ে তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে পাঠিয়ে দেন। কয়েক বার রিপ্লে দেখে মার্করামকে (২০ বলে ১৮) আউট দেন মেনন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। কারণ রিপ্লেতে পরিষ্কার দেখা গিয়েছে, মিচেল তালুবন্দি করার আগে বল সামান্য লাফায়। বল মাটিতে পড়ে লাফিয়েছিল না মিচেলের আঙুলে পড়ে লাফিয়েছিল, তা টেলিভিশন রিপ্লেতে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়নি। নিশ্চিত হতে পারেননি ধারাভাষ্যকারেরাও। তবে মেনন জানিয়ে দেন, বলের তলায় মিচেলের আঙুল ছিল। তাই মার্করাম আউট।

ডেভিড মিলার (৬) দলকে ভরসা দিতে পারেননি। এক সময় ৭৭ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বেশ চাপে পড়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। তবু গত বারের রানার্সদের লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দিলেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, ট্রিস্টান স্টাবস, জানসেনেরা। ব্রভিস চার নম্বরে নেমে করেন ২৭ বলে ৩৪। মারেন ৩টি চার এবং ২টি ছয়। স্টাবস করলেন ২৪ বলে ২৯। ২টি চার, ১টি ছক্কা মারেন তিনি। মূলত জানসেনের অর্ধশতরানই নিউজিল্যান্ডকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিল। ঠান্ডা মাথায় ৩০ বলে ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেললেন জানসেন। তাঁর ব্যাটেই জান ফিরল দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের। মারলেন ২টি চার এবং ৫টি ছক্কা।

নিউ জল্যিান্ডের রাচিন ২৯ রানে ২ উইকেট নিলেন। ৯ রানে ২ উইকেট ম্যাককোনচির। ৩৪ রানে ২ উইকেট ম্যাট হেনরির। ২৯ রান দিয়ে ১ উইকেট লকি ফার্গুসনের। এ ছাড়া ৪২ রানে ১ উইকেট জেমস নিশামের। স্যান্টনার ভাল বল করলেও উইকেট পেলেন না। তবে এতে খুব ক্ষতি তো হল না। কারণ, বুধবারের রাতে তাঁর দুই ওপেনার যে দখিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্নে বুঁদ ছিলেন।

বিশ্বকাপ শেষের আগেই বেজে গেল আইপিএলের দামামা!

কবে থেকে আবার খেলতে দেখা যাবে ধোনি-বিরাটদের? জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বারের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ কবে শুরু হবে, তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপ শেষ পর্যায়ে পৌঁছতেই। ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন;দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কুড়ি ওভারের প্রতিযোগিতা ঠিক কবে মাঠে গড়াবে? জানা গিয়েছে, প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ প্রায় চূড়ান্ত। সূচিও তৈরি রয়েছে। তবু এখ নই সবিস্তারে ঘোষণা করা হচ্ছে না। আয়োজকদের পরিকল্পনা, দুই ধাপে সূচি প্রকাশ করা হবে। প্রথম ধাপে প্রাথমিক কয়েক দিনের নির্ঘণ্ট জানানো হবে, পরে প্রকাশ পাবে পূর্ণাঙ্গ তালিকা। একটি ক্রিকেটভিত্তিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রতিযোগিতার পরিচালন পর্ষদের বৈঠক হয়েছে। সেখানে সম্ভাব্য দিনক্ষণ, মাঠ নির্বাচন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ভ্রমণসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সবকিছু মোটামুটি স্থির হলেও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কিছুটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, মার্চ মাসের ৬ বা ৭ তারিখ প্রথম দফার সূচি প্রকাশ পেতে পারে।

এই দেরির বড় কারণ চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও তামিলনাড়ু;এই তিন রাজ্যেই প্রতিযোগিতার একাধিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতায় কেকেআর-এর ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন এবং চেন্নাইয়ে সিএসকের-এর নিজস্ব মাঠ রয়েছে। এছাড়া অসমের গুয়াহাটিতে রাজস্থান কয়েকটি ঘরের ম্যাচ আয়োজন করে। নির্বাচনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যস্ততার কারণে এই রাজ্যগুলিতে দিনক্ষণ নির্ধারণে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করলেই বাকি সূচি দ্রুত চূড়ান্ত করা হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রতিযোগিতার দশটি দলকেও সেই বিষয়ে আগাম জানিয়ে রাখা হয়েছে। আগে শোনা গিয়েছিল, মার্চের ২৬ তারিখ থেকেই প্রতিযোগিতা শুরু হতে পারে।

তবে এখন সেই দিন কিছুটা পিছিয়েছে বলে খবর। নতুন সম্ভাব্য সূচি অনুযায়ী ২৮ বা ২৯ মার্চ উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে পারে। প্রথম ম্যাচে নামবে গত বারের চ্যাম্পিয়ন আরসিবি। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী মাঠেই উদ্বোধনী লড়াই হওয়ার কথা। যদিও প্রতিপক্ষ দল এখ নও চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হয়নি। গতবার শিরোপা জয়ের পর বেঙ্গালুরুতে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছিলেন খেলোয়াড়েরা। কিন্তু সেই আনন্দ উদ্‌যাপনের সময় চিন্নাস্বামী মাঠের বাইরে ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়। সেই মর্মান্তিক ঘটনার পর দীর্ঘ সময় ওই মাঠে ক্রিকেট বন্ধ ছিল। পরে একাধিক সংস্কার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। তারপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেখানেই এ বারের প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচ আয়োজন করা হবে।

জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরু দল তাদের সাতটি ঘরের ম্যাচের মধ্যে পাঁচটি খেলবে চিন্নাস্বামী মাঠে। বাকি দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে রায়পুরে। সব মিলিয়ে নির্বাচনের আবহের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে দেশের সবচেয়ে বড় কুড়ি ওভারের ক্রিকেট উৎসব। এখন শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা।